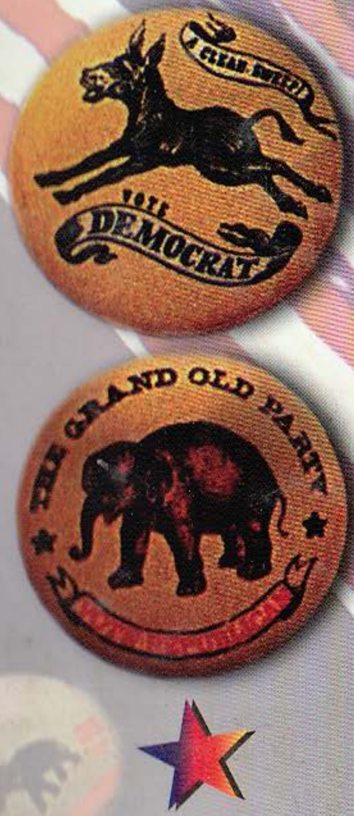

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ELECTING THE U.S. PRESIDENT

With the compliments of
United States Information Service
DHAKA, BANGLADESH

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

রবার্ট কার,
সম্পাদকমন্ডলীর প্রধান

লেখকবৃন্দ:
এফ. ক্রিস্টোফার আরটারটন
হারবার্ট ই. আলেকজান্ডার
জন এফ. বিব্বি
লেস্টার ডেভিড ও আইরিন ডেভিড
ডেভিড পিটস
স্টিফেন হেস
জিম মোরিল

ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস
ঢাকা

www.pathagar.com

ইউ. এস. ইনফরমেশন সার্ভিস, ঢাকা
মার্চ, ১৯৯৭
ইউসিস পরিচালক: ডোনাল্ড এম. বিশপ
অনুবাদ ও সম্পাদকমন্ডলী:
সৈয়দ আসাদুজ্জামান
আবুল আহসান আহমেদ আলী
মাহবুবুল আলম

ইউসিসের পক্ষে ছেপেছেন: হাই এন হিয়া প্রিন্টার্স
১/এ ডি আই টি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ
টেলিফোন: ৪১৩৭২২ ৪১৫২৯৪ ৯৩৩৬০৮৮
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩৪৯২৯

প্রচ্ছদ অঙ্কন: ভদ্রেশু রীটা

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালের বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সার্ভিস যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করে নিবন্ধাদি অনুবাদ করেছে। এই অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি যাতে সবাই অনুধাবন করতে পারে, তার জন্যে আমরা এ সব নিবন্ধ একত্রে সংকলিত করে এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি।

এই নিবন্ধ-সংগ্রহের শুরুতেই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের 'ইলেকটোরাল কলেজ' সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক বিধানসমুহ। 'ইলেক্টর'-দের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায়ের কৌশলই হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনী অভিযানের চালিকা শক্তি।

পরবর্তী দুই পরিচ্ছেদে জনমত যাচাই এবং প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনী অভিযান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রায়শঃই এই দুটি বিষয় পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে। একটি নির্বাচনী অভিযানের ব্যয় বেশ উচ্চ। যে সব প্রার্থী জনমত যাচাইয়ে ভাল অবস্থানে থাকেন, তারা তহবিল সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে যেতে পারেন। যে সব প্রার্থী জনমত যাচাইয়ে পিছিয়ে পড়েন, তারা অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

চার থেকে ছয় পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে এ ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক ধারণা দেয়া হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদ দলীয় কনভেনশনসমুহ ব্যাখ্যা করেছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তৃতীয় দলসমুহের উপর আলোচনা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রাজনীতিতে দু'টি প্রধান দল কেন প্রাধান্য বিস্তার করে তা অনুধাবন করা যাবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ একত্রে পাঠ করলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনী অভিযানে পররাষ্ট্র নীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের একটি পল্লী অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী সংহতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

নবম ও দশম পরিচ্ছেদে সামগ্রিকভাবে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী বছরের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে আসলে বলা হয়েছে সমঝোতা ও সামনে এগিয়ে চলার কথা।

www.pathagar.com

নবম পরিচ্ছেদে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন কর্তৃক তার ভূতপূর্ব নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী বব ডোলকে 'মেডাল অব ফ্রিডমে' ভূষিত করা উপলক্ষ্যে প্রশংসা বাণী তুলে ধরা হয়েছে। একজন অসামরিক আমেরিকান নাগরিকের জন্যে এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পদক। দশম পরিচ্ছেদে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের অভিষেক ভাষণ পুণর্মুদ্রিত করা হয়েছে। চিরাচরিত প্রথা মোতাবেক এই ভাষণে জাতিকে এক সূত্রে বন্ধনের কথা বলা হয়েছে।

১৯৯৬ সাল যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ-- এই উভয় দেশের জন্যেই গণতন্ত্রের নিরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য বছর ছিল। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার জন্যে সাহসিকতার সাথে রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে সকলের অংশগ্রহণের উপযুক্ত গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছে। এ জন্যে আমরা রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশীকে অভিনন্দন জানাই।

রবার্ট কার

ডেপুটি ডিরেক্টর

www.pathagar.com

সূচীপত্রঃ

যুক্তরাষ্ট্রের ইলেক্টোরাল কলেজ ---------- ২

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারণায় জনমত সমীক্ষার ব্যবহার ---------- ৬
--এফ. ক্রিস্টোফার আরটারটন

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার জন্যে অর্থ যোগানোর প্রক্রিয়া ---------- ১৩
--হারবার্ট ই. আলেকজান্ডার

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলসমূহ ---------- ২৩
--জন এফ. বিব্বি

যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনঃ প্রার্থী নির্বাচন ---------- ৩৫
--লেস্টার ডেভিড ও আইরিন ডেভিড

যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় দলগুলো কেন সীমিত সাফল্য অর্জন করে ---------- ৪৩
--ডেভিড পিটস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযানে পররাষ্ট্র বিষয় ---------- ৪৯
--স্টিফেন হেস

যুক্তরাষ্ট্রের একটি কাউন্টি ভোটারদের জন্যে তৈরী হচ্ছে ---------- ৫৫
--জিম মোরিল

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বব ডোলকে "মেডেল অব ফ্রিডমে" ভূষিত করলেন ---------- ৬১

যুক্তরাষ্ট্র মানব ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে
এসে দাঁড়িয়েছে ঃ ক্লিনটন ---------- ৬২

লেখক পরিচিতি ---------- ৭২

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের ইলেক্টোরাল কলেজ

আমেরিকানরা যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে যান তখন অনেকে মনে করেন তারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিচ্ছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী ইলেক্টোরাল কলেজের অস্তিত্ব থাকার কারণে বিষয়টি কার্যত তা নয়।

ইলেক্টোরাল কলেজ হলো একটি নির্বাচক মন্ডলীর নাম, যার সদস্যরা রাজ্যগুলোর রাজনৈতিক কর্মী ও দলীয় সদস্য কর্তৃক মনোনীত হন। নির্বাচনের দিন এই নির্বাচকরা কোন না কোন প্রার্থীর পক্ষে তাদের আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের পর ডিসেম্বরে নির্বাচকরা নিজ নিজ রাজ্যের রাজধানীতে মিলিত হন এবং নিজেদের ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন প্রেসিডেন্টকে নির্বাচক মন্ডলীর কমপক্ষে ২৭০টি ভোট পেতে হয়।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে নির্বাচকরা তাদের রাজ্যে জনপ্রিয় ভোটে নির্বাচিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কখনো ভোট দেয় নি। জনগণের ভোটে যিনি জয়ী হন, তার পক্ষেই যায় ইলেক্টরাল কলেজের ভোট। ইলেক্টোরাল কলেজের ভোট বিজয়ী প্রার্থীর সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে দৃশ্যত বাড়িয়ে দেয় এবং ভোটে জনগণের নেয়া সিদ্ধান্তকে বৈধতা দেয়। কোন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে বা দুই-এর বেশি প্রার্থীর অংশগ্রহণভিত্তিক নির্বাচনে কোন প্রার্থীর পক্ষে ইলেক্টোরাল কলেজের ২৭০টি ভোট নাও পড়তে পারে।

www.pathagar.com

সে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি পরিষদ পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হবেন তা নির্ধারণ করবে। যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের দুই নম্বর অনুচ্ছেদের এক নম্বর ধারা অনুযায়ী ইলেক্টোরাল কলেজ স্থাপিত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিষয়টি নিয়ে মৃদু বিতর্ক দেখা দিলেও একে নির্বাচন ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনয়নকারী শক্তি হিসেবেও দেখা হয়।

বর্তমানে ইলেক্টোরাল কলেজ কিভাবে কাজ করে

-- ৫০টি অংগরাজ্য ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার রেজিস্টার্ড ভোটাররা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বছরে নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পর প্রথম মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোট দেন।

-- যে প্রার্থী রাজ্যে জনপ্রিয় ভোটে নির্বাচিত হন তিনিই সাধারণত রাজ্যের সব নির্বাচকের ভোট পেয়ে থাকেন (কার্যত বিজয়ী প্রার্থীর প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী নির্বাচকরাই নির্বাচিত হয়)।

-- একটি রাজ্যের সিনেটর ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের সমান সংখ্যক নির্বাচক থাকেন। কংগ্রেসে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকলেও নির্বাচক মন্ডলীতে তিনটি ভোট রয়েছে।

-- প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী বছরের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পর প্রথম বুধবার নির্বাচকরা মিলিত হন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোট দেয়। কোন প্রার্থীর নির্বাচিত হবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হয়। নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা যেহেতু ৫৩৮, তাই জয়লাভ করার জন্য একজনকে ন্যূনতম ২৭০টি ভোট পেতে হয়।

-- প্রেসিডেন্ট পদে কোন প্রার্থী যদি নির্বাচকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট না পান সেক্ষেত্রে প্রতিনিধি পরিষদকে ইলেক্টোরাল কলেজে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত তিনজনের মধ্যে

www.pathagar.com

একজনকে বিজয়ী হিসেবে বেছে নিতে হবে। এক্ষেত্রে রাজ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা ভোট দেবেন। প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধি দলের একটি করে ভোট থাকবে।

-- ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে কোন প্রার্থী যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ ইলেক্টোরাল ভোট না পায়, সেক্ষেত্রে সিনেট পরিষদকে ইলেক্টোরাল কলেজে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত দুইজন প্রার্থীর মধ্যে থেকে একজনকে বিজয়ী হিসেবে বেছে নিতে হবে।

-- নির্বাচনের পর ২০শে জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট শপথ এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৯৬ সালে ইলেক্টোরাল কলেজে রাজ্যওয়ারি ভোট ক্ষমতা

আলাবামা -- ৯
আলাস্কা -- ৩
অ্যারিজোনা --৮
আরকানস' -- ৬
ক্যালিফোর্নিয়া --৫৪
কলোরেডো -- ৮
কানেটিকাট -- ৮
ডেলাওয়ার -- ৩
ডিস্ট্রিক্ট অব
কলাম্বিয়া - ৩
ফ্লোরিডা -- ২৫
জর্জিয়া -- ১৩
হাওয়াই -- ৪
আইডাহো -- ৪
ইলিনয় -- ২২

ইন্ডিয়ানা -- ১২
আইওয়া -- ৭
কেনসাস --৬
কেনটাকি -- ৮
লুইজিয়ানা -- ৯
মেইন -- ৪
মেরিল্যান্ড -- ১০
ম্যাসাচুসেটস -- ১২
মিশিগান -- ১৮
মিনেসোটা -- ১০
মিসিসিপি -- ৭
মিজৌরি -- ১১
মনটানা -- ৩
নেব্রাস্কা -- ৫
নেভাদা -- ৪

www.pathagar.com

নিউ হ্যাম্পশায়ার -- ৪
নিউ জার্সি -- ১৫
নিউ মেক্সিকো -- ৫
নিউ ইয়র্ক --৩৩
নর্থ ক্যারোলাইনা -- ১৪
নর্থ ডাকোটা -- ৩
ওহাইও -- ২১
ওকলাহোমা --৮
অরেগন -- ৭
পেনসিলভানিয়া -- ২৩
রোড আয়ল্যান্ড -- ৪
সাউথ ক্যারোলাইনা -- ৮
সাউথ ডাকোটা -- ৩
টেনেসি -- ১১
টেক্সাস -- ৩২
ইউটাহ -- ৫
ভারমন্ট -- ৩
ভার্জিনিয়া -- ১৩
ওয়াশিংটন -- ১১
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া -- ৫
উইসকনসিন - ১১
ওয়াওমিঙ -- ৩
মোট -- ৫৩৮

=============

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারণায় জনমত সমীক্ষার ব্যবহার

এফ ক্রিস্টোফার আরটারটন

সরকারী পদে নির্বাচিত হবার জন্যে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাদের দৃষ্টিতে নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্যে ব্যাপক উদ্যোগই কেবল সংশ্লিষ্ট নয়। এর সাথে আরো অনেক কিছু জড়িত রয়েছে। প্রার্থীদের অবশ্যই দলের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্য এবং সম্ভাব্য চাঁদাদাতা, সমর্থক, স্বেচ্ছাসেবী, সাংবাদিক এবং ভোটারদের সংগে যোগাযোগ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ভোটারদের সংগে প্রার্থীর সরাসরি যোগাযোগের প্রচেষ্টার কাছে সকল প্রচার কর্মকান্ডই গৌণ হয়ে যায়। সে অনুযায়ী এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে প্রচারণার জন্যে সম্পদের সবচেয়ে বড় অংশই ব্যয়িত হয় এই যোগাযোগ খাতে। ভোটারদের মন ভোলানোর জন্যে দেওয়া হয় বিজ্ঞাপন এবং ভোটাররা কোন্ কোন্ বিষয়ে চিন্তিত এবং তারা কি অভিমত পোষণ করছে তা যাচাই করার জন্যে করা হয় জনমত সমীক্ষা।

গত তিন দশকের আমেরিকান নির্বাচনে জনমত যাচাই নির্বাচনী প্রচার কৌশল নির্ধারণের মুখ্য গবেষণা হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই কৌশলের প্রধান দুটি উপাদান হলো নির্বাচনী প্রচারণায় কোন্ কোন্ ভোটারের কাছে পৌঁছুতে হবে এবং এই সব ভোটারের কাছে কি বার্তা পৌঁছে দেয়া হবে তা নির্ধারণ করা। এ সব

www.pathagar.com

প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়ার জন্যে জনমত যাচাই অপরিহার্য।

এ উদ্দেশ্যে সচরাচর যে কৌশলটি প্রয়োগ করা হয় তা হলো জনমত যাচাই। প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত জনমত যাচাই প্রতিষ্ঠানটি সর্বস্তরের নাগরিকদের মধ্য থেকে দৈব চয়নের মাধ্যমে কিছু লোককে বাছাই করে তাদের কাছ থেকে টেলিফোনে কিছু নির্ধারিত প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ করে। নমুনা জরিপের তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে এই যে দৈব চয়নের মাধ্যমে যদি যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের কাছ থেকে জবাব পাওয়া যায় তা হলে প্রত্যেকটি যোগ্য ভোটারকে অনুরূপ প্রশ্ন করলে যে জবাব পাওয়া যেতো তা থেকে ঐ জবাব সামান্যই ভিন্নতর হবে। নতুন ও বড় ধরনের কোন পরিবর্তনের আগে জরিপ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ভোটারদের দৃষ্টিভংগি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তিন বা চারদিন মেয়াদে জরিপ কাজ চালানো হয়। এর অর্থ হলো বিরাট সংখ্যক বেতনধারী বা অবৈতনিক কর্মীকে প্রতিদিন বিকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটার মধ্যে কয়েকশ' ভোটারের কাছে পৌছুতে হয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে নির্বাচনী প্রচার সম্পর্কিত অধিকাংশ জনমত সমীক্ষক সব বয়সের ভোটারদের ওপর ভিত্তি করে তাদের সমীক্ষা পরিচালনা করেনা। এর কারণ হলো যুক্তরাষ্ট্রে এটা প্রায় সবাই জানে যে যোগ্য ভোটারদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ভোটের দিন ভোট দিতে যায়না। নির্বাচনী প্রচারাভিযান থেকে একটি কঠিন শিক্ষালাভ হয়েছে যে সকল যোগ্য নাগরিককে ভোট দেওয়া দরকার বলে বোঝানোর চেয়ে যারা ভোট দিতে পারে এমন ভোটারদের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা বরং অধিকতর কার্যকর। সে কারণে জনমত সমীক্ষায় প্রথম যে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়, তার উদ্দেশ্য হলো এটা নির্ধারণ করা যে উত্তরদাতার সত্যি সত্যিই ভোটদানের সম্ভাবনা কতটুকু। যদি দেখা যায় যে উত্তরদাতা ভোট দেবেনা, তখন প্রশ্নকারী তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অন্য একজনকে প্রশ্ন করবে। এর ফলে নির্বাচনী যোগাযোগ কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয় সম্ভাব্য ভোটারদের স্বার্থকে লক্ষ্য রেখে। ভোটদানে একান্তই অনিচ্ছুক ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্যে নির্বাচনী প্রচারে তেমন জোরালো কোন উদ্যোগ নেয়া হয়না।

www.pathagar.com

এই ধাপটি সম্পন্ন হওয়ার পর জরিপের প্রথম কাজটি হলো সম্ভাব্য ভোটারদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা। এই গ্রুপ তিনটি হলো আলোচ্য কোন প্রার্থীর নিশ্চিত সমর্থক, বিরোধী প্রার্থীর নিশ্চিত সমর্থক, এবং সিদ্ধান্তহীন। এরপর আমেরিকান নির্বাচনী প্রচার কাজকে তিনটি সাধারণ নিয়মে দাঁড় করানো যেতে পারে। (১) নিজের ভিত্তি জোরদার করো, (২) বিরোধী প্রার্থীর ভিত্তিকে এড়িয়ে যাও, (৩) সিদ্ধান্তহীন ভোটারদের ওপর সর্বাধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করো। যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারাভিযানের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হয় ভোটারদের ২০ থেকে ৩০ শতাংশের ক্ষেত্রে, যারা রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট যে কোন দলের পক্ষে তাদের মত বদলে ভোট দিতে পারে।

যদিও অধিকাংশ প্রার্থী প্রতিযোগিতায় কে এগিয়ে আছে তা জানার জন্যে ব্যাকুল থাকে, তবুও নমুনা জরিপের কার্যকারিতা কেবল প্রার্থীদের অবস্থান নির্ণয়ে সীমাবদ্ধ নয়। নির্বাচনী প্রচারকার্যে ভোটারদের অভিমত নির্ভুলভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। কিন্তু এই অভিমত কিভাবে সংরক্ষণ বা পরিবর্তন করা যায় তাও তাদের জানা দরকার। নাগরিকদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তার সংগে সংশ্লিষ্ট এই নমুনা জরিপ। ভোটারদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর অভিমত নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে জরিপের কৌশল নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে নির্বাচনের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ ভোটারদের দৃষ্টিভংগির মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে, তাহলে এই জরিপে সেই পার্থক্য ও তার পরিমাণ বেরিয়ে আসবে। নির্বাচনের কোন পক্ষ যদি দেখতে পায় যে তারা ভোটদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পুরুষ ভোটারদের মধ্যে ভাল করছে, তাহলে তারা তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করবে সেই সব পুরুষ ভোটারদের ওপর যারা এখনো ভোট দানের সিদ্ধান্ত নেয়নি কারণ এদের নিজেদের পক্ষে টানা সহজতর হতে পারে।

বিভিন্ন সরকারী নীতি সম্পর্কে ভোটারদের পছন্দ অপছন্দ নিয়ে নানা প্রশ্ন করে জনমত জরিপ তাদের ধ্যান ধারণার ব্যাপারে প্রার্থীদেরকে জ্ঞাত করে এবং এভাবে তারা কোন্ গ্রুপের ভোটারদের কাছে কি বক্তব্য পৌছে দেওয়া দরকার, তার ধারণা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নির্বাচনী প্রচারাভিযানের শেষ দিকে যদি দেখা যায়

www.pathagar.com

যে ভোট দানের সিদ্ধান্ত নেয়নি তারাই যাদের নির্বাচনী রাজনীতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে, তাহলে কোন প্রার্থী তার বিরোধীর বিরুদ্ধে সরকারী কাজে অনুপস্থিত থাকার বা সাধারণ জনগণকে বাদ দিয়ে বিশেষ কোন স্বার্থ রক্ষাকারী গ্রুপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ করতে পারে। যদি কোন প্রার্থী মহিলা ভোটারদের মধ্যে সুবিধা করতে না পারে, তাহলে জনমত জরিপে হয়তো দেখা যাবে যে মহিলাদের বিশেষ কিছু স্বার্থ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রার্থী তাদের জন্যে বিশেষ বক্তব্য দিতে পারে।

সাধারণত, ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ অংশের অভিমতের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এমন বক্তব্য নির্ভর করে পরিসংখ্যানের ওপর। প্রার্থীর প্রতি সমর্থন এবং সরকারী নীতির প্রতি ভোটারদের দৃষ্টিভংগির মধ্যে যে সম্পর্ক, তার শক্তি নিরূপণের উদ্দেশ্যে সমর্থক, বিরোধী ও সিদ্ধান্তহীন ভোটারদের কাছ থেকে পাওয়া জবাবগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। জোরালো সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেলে তা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে আলোচ্য নীতিগত বিষয়টি ভোটারদের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে।

জনমত সমীক্ষা একই সংগে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা। চকিত নমুনা যাচাইয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র তৈরি, যাচাইয়ের জন্যে মাঠ পর্যায়ে লোক পাঠানো এবং ফলাফল বিশ্লেষণের সংগে জনমত গবেষণার বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ সবকটি দিক নির্ভর করে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বৈধ কৌশলের ওপর। শিল্পকলা জড়িয়ে রয়েছে প্রশ্নপত্র তৈরির ক্ষেত্রে। প্রশ্নপত্রে শব্দবিন্যাস ফলাফলকে লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দুটি ভিন্ন প্রশ্ন বিবেচনা করুন: "সম্প্রতি স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি কার্যকর করার জন্যে বসনিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য প্রেরণকে কি আপনি সমর্থন করেন?" কিংবা "সম্প্রতি স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি কার্যকর করার জন্যে বসনিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের পরিকল্পনা কি আপনি সমর্থন করেন?" ভোটাররা এই ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। প্রশ্নের সংগে কেবল প্রেসিডেন্টের নাম যুক্ত হওয়ায় কারণে কিছু ভোটার প্রস্তাবটির পক্ষে বা বিপক্ষে মত দিতে পারে। এ দুটি প্রস্তাবের মধ্যে কোনটির শব্দ

www.pathagar.com

বিন্যাস অধিকতর যুক্তিযুক্ত তা নির্ভর করে জনমত সমীক্ষকদের বিচারবুদ্ধি এবং জনমত সমীক্ষার উদ্দেশ্যের ওপর।

সাধারণভাবে যখন কর্মকৌশল উদ্ভাবনের জন্যে জনমত সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তখন উপদেষ্টারা সুষ্ঠুভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে প্রশ্নগুলো প্রণয়ন করার চেষ্টা করে যাতে জনমত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়। ইদানীং নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সম্ভাব্য কোন নির্বাচনী বক্তব্যের প্রতি জনমত পরীক্ষার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন করা হয়। এ সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় প্রশ্ন তৈরি করে ভোটারদের কাছ থেকে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ সংশিষ্ট প্রশ্নটি দেখুন: "আপনি যদি জানতেন এসব প্রার্থীর মধ্যে একজন দরিদ্রদের কল্যাণ ভাতা কমানোর পক্ষে ভোট দেবেন, তাহলে কি তাকে আপনার ভোট দেয়ার সম্ভাবনা কমতো না বাড়তো?" যদি জনমত সমীক্ষায় দেখা যায় এমন তথ্য পেয়ে অনেক সিদ্ধান্তহীন ভোটার সেই প্রার্থীকে ভোটদান থেকে পিছিয়ে আসবে, তাহলে এই সমীক্ষার উদ্যোক্তা প্রার্থী তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এই মনোভাবকে ব্যবহার করতে পারে।

রাজনৈতিক জনমত সমীক্ষকরা নির্বাচনী বক্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে চকিত নমুনা জরিপের সংগে ফোকাস গ্রুপের গবেষণাও সংশ্লিষ্ট করে। একটি ফোকাস গ্রুপে থাকে আট থেকে ১৫ জন ভোটার। দৈব চয়নের মাধ্যমে এদের টেলিফোনে নির্বাচিত করে কোন এক সন্ধ্যায় এক যৌথ আলোচনায় অংশ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়। এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে জনমত সমীক্ষকগণ নাগরিকদের চিন্তাধারা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারে। জরিপের ফলাফল সম্পর্কে আরো পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ফোকাস গ্রুপের কাছ থেকে। জনমত সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত জনমতের পরিসংখ্যান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো ভোটাররা কিভাবে তাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তা জানা। প্রশ্নে শব্দ বিন্যাস কিভাবে করলে নাগরিকদের মনোযোগ বেশী করে আকৃষ্ট করা যাবে, সে সম্পর্কেও ফোকাস গ্রুপ ভূমিকা রাখতে পারে যাতে করে নির্বাচনী বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত বক্তব্য সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

www.pathagar.com

পর্দার অন্তরালে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জনমত সমীক্ষার ওপরই নির্ভরশীল। শরৎকালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে বসন্তকালে প্রার্থীর জনপ্রিয়তার মাপকাঠি সূচক "বেঞ্চমার্ক পোলস"-এর ভিত্তিতে একজন প্রার্থীর নির্বাচনী কৌশল নির্ধারিত হয়। এই ব্যাপক জরিপে একজন ভোটারকে টেলিফোনে আধ ঘন্টা ধরে প্রশ্ন করা হয় এবং বিপুল সংখ্যক ভোটারের মতামত সংগ্রহ করা হয়, যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভোটার গোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানা যায়। নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হলে ভোটারদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বক্তব্য পৌঁছুতে শুরু করে। জনমত সমীক্ষকরা তখন সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্র নিয়ে একাধিকবার ভোটারদের সম্মুখীন হয়। তাদের উদ্দেশ্য হলো প্রার্থীর জনপ্রিয়তা তার মূল মাপকাঠি থেকে কতোটা পরিবর্তিত হয়েছে, সে সম্পর্কে জানা।

সাধারণত প্রেসিডেন্ট, সিনেটর বা বড়ো কোন রাজ্যের গভর্নর পদে নির্বাচন প্রার্থীদের প্রচারণায়, যেখানে অর্থের কোন সমস্যা থাকেনা, সেখানে সাম্প্রতিককালে প্রচার সম্পর্কিত ঘটনাবলীর প্রভাবের ওপর নজর রাখার জন্যে অনুসন্ধানী জরিপের ব্যবহার শুরু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জনমত সমীক্ষকরা পর পর তিন দিন প্রতিরাতে ৪০০ জন ভোটারের কাছ থেকে মতামত নেবে। এভাবে ১২০০ জনের কাছ থেকে মতামত জানা যাবে, যা ফলে, ক্রুটির হার থাকবে তিন শতাংশের কাছাকাছি। চতুর্থ রাতে সমীক্ষক আরো ৪০০ জনের কাছ থেকে মতামত নিয়ে তার ড্যাটাবেসে অন্তর্ভূক্ত করে রাখে এবং প্রথম রাতে ভোটারদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত মুছে ফেলে। পুরো দুমাসব্যাপী শরৎকালীন প্রচারণায় এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে যাতে করে বিগত তিন রাতে পাওয়া ১২শ' জনের মতামত সব সময় মজুত থাকে। জনমত সমীক্ষকরা তাদের ড্যাটাবেস থেকে ভোটারদের দৃষ্টিভংগি ও পছন্দ অপছন্দের ওপর টেলিভিশন বিতর্ক বা নতুন বিজ্ঞাপনের প্রভাব সম্পর্কে লক্ষ্য রাখতে পারে। যদি দেখা যায় যে বিরোধী পক্ষ তাদের প্রার্থীর নীতির পরিবর্তে চরিত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত দুই প্রার্থীর সমর্থন রেখা মোটামুটি সমান্তরালভাবে চলছিল এবং সমালোচনা শুরু করার পর থেকে বিরোধী প্রার্থীর সমর্থন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, তখন জনমত সমীক্ষকরা তাদের প্রার্থীর চরিত্রের সমালোচনা মোকাবিলা করার পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করে। অন্যথায় নির্বাচনে তাদের

www.pathagar.com

ভরাডুবি হবে।

প্রতিপক্ষের সমালোচনার প্রত্যুত্তর কিভাবে দেওয়া হবে, তা নির্ণয়ের জন্যে বিশেষ বিশেষ ভোটার গোষ্ঠীর মতামত সংগ্রহের প্রয়োজন হতে পারে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারাভিযানের পক্ষ থেকে নতুন বক্তব্য দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। যে কোন ক্ষেত্রেই পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে প্রয়োজন জরিপ গবেষণা। আমেরিকান রাজনীতিকরা একমত হবে যে জনমত সমীক্ষা নির্বাচনী কর্মকৌশলের একটি অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে।

===============

এফ ক্রিস্টোফার আরটারটন জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের "গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ পলিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট"-এর ডীন।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার জন্যে অর্থ যোগানোর প্রক্রিয়া

হার্বার্ট ই. আলেকজান্ডার

১৮২৮ সালে জন কুইন্সি অ্যাডামস লিখেছিলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সী হচ্ছে এমন, যা চাইলেই পাওয়া যায়না, আবার পাওয়া গেলে হারানোও চলেনা। আমি মনে করি যে, এই পদ লাভের জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থ প্রদান নীতিগতভাবে অবৈধ।" যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট এবং দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টের পুত্রের এ ধরণের নীতিবাক্য সত্ত্বেও এটা দেখা গেছে যে, জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হবার পর থেকে প্রতিটি নির্বাচনেই প্রেসিডেন্টের পদ দখল করার জন্যে প্রার্থীরা অর্থ ব্যয় করেছে।

কিভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে

প্রথম দিকে রাজনৈতিক তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হত প্রধানত মুদ্রন কার্যে। তখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচার কার্যের অধিকাংশ সীমিত থাকতো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এবং প্রচার পুস্তিকায়। এর জন্যে অর্থের যোগান দিত প্রার্থীর সমর্থক রাজনৈতিক গোষ্ঠিসমুহ। কালক্রমে প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী প্রচার জনগণের কাছে পৌছে দেবার

www.pathagar.com

জন্যে আর যে সব পন্থা গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে প্রচারমূলক জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ, বোতাম ও ব্যানার তৈরী এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রচারাভিযানে বের হয়ে পড়া। ১৯২৪ সালের প্রচারে প্রথম রেডিওর ব্যবহার হয় এবং ১৯৫২ সালে ভোটারদের সাথে সংযোগের মুখ্য মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন আত্মপ্রকাশ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের আকার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নির্বাচনী প্রচারণার নতুন নতুন পদ্ধতির বিকাশ সাধিত হয়। আর সেই সাথে প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালানোর খরচও বৃদ্ধি পায়। ১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিঙ্কনকে প্রেসিডেন্ট পদটি দখলের জন্যে ব্যয় করতে হয় প্রায় এক লাখ ডলার। তার প্রতিদ্বন্দ্বি স্টিফেন ডগলাস ব্যয় করেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার। এর একশ' বছর পরে জন কেনেডী ৯৭ লাখ ডলার ব্যয় করে রিচার্ড নিক্সনকে পরাজিত করেন। নিক্সনের প্রচারাভিযানে ব্যয় হয়েছিল এক কোটি এক লাখ ডলার।

১৯৬০ সাল থেকে আটটি প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনী প্রচারাভিযান কারিগরী প্রযুক্তির দিক দিয়ে আরও আধুনিক হয়ে উঠেছে। ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পঞ্চম বারের মত সরকারী অনুদান প্রদান করা হয়। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী ব্যয় করেন নয় কোটি ডলার। তার মধ্যে সরকারী অনুদান ছিল পাঁচ কোটি বায়ান্ন লাখ ডলার। জর্জ বুশের প্রতিদ্বন্দ্বি ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী বিল ক্লিনটন ১৩ কোটি ডলার ব্যয় করেন, যার মধ্যে সরকারী অনুদান ছিল পাঁচ কোটি বায়ান্ন লাখ ডলার।

১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সর্বমোট ব্যয় হয় ৫৫ কোটি ডলার। এর মধ্যে দুটো বড় রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ব্যয় করেন ২২ কোটি ডলার। বাকি অর্থ ব্যয় হয়েছে সকল দলের মনোনয়ন প্রার্থীদের দ্বারা, বিভিন্ন দলের মনোনয়ন কনভেনশন বাবদ এবং তৃতীয় দলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের জন্যে।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্যয় হয় প্রায় ৫৫ কোটি ডলার। ১৯৯২ সালে গোটা জাতির রাজনৈতিক নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ব্যয়িত ৩২০ কোটি ডলারের এটা হচ্ছে এক ষষ্ঠাংশ। বাকি অর্থ ব্যয়িত হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনয়ন ও নির্বাচন, অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে কয়েক লাখ কর্মকর্তা মনোনয়ন ও নির্বাচন, অর্থ সংগ্রহের খরচ মেটানো এবং দলীয় ও অদলীয় কর্মসমুহের বিভিন্ন ধরণের খরচ বাবদ। কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচন বাবদ খরচ হয়েছে ৬৭ কোটি থেকে ৮০ কোটি ডলার এবং অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় কর্মকর্তা মনোনয়ন ও নির্বাচন বাবদ ব্যয় হয়েছে ৮৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

রাজনৈতিক নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ৩২০ কোটি ডলার ব্যয়ের বিষয়টি অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষন করে দেখা দরকার। ১৯৯২ সালে জাতীয়, অঙ্গরাজ্যের, কাউন্টি এবং পৌর পর্যায়ের মিলিত সরকারী মোট ব্যয়ের পরিমান ছিল ২.১ ট্রিলিয়ন ডলার, যা করদাতা নাগরিকদের অর্থ। সেই হিসেবে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ৩২০ কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে এই সরকারের মোট ব্যয়ের এক শতাংশেরও ভগ্নাংশ মাত্র।

তহবিলের উৎস

প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের একেবারে গোড়ার দিকে ক্যামপেইনের ব্যয় নির্বাহের জন্যে প্রার্থীদের কাছ থেকে এবং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য উৎস খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

১৮২৮ সালে প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জ্যাকসনকে সাধারণত এই পদ্ধতির স্থপতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, যে পদ্ধতির আওতায় প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যারা সহায়তা করেছিল, তাদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও সরকারী চাকুরী দান করা হয়। ১৮৬৫ সালে গৃহ যুদ্ধের অবসান ঘটলে যে সকল কর্পোরেশন ও ব্যক্তি বিশেষ আমেরিকার শিল্প থেকে লাভবান হয়েছিল, তারা প্রেসিডেন্সিয়াল

www.pathagar.com

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ব্যয়ের একটি মোটা অঙ্ক পূরণে এগিয়ে আসে। অর্থ যোগানোর এসব উৎসের গুরুত্ব বৃদ্ধির আর একটি কারণ হচ্ছে ১৮৮৩ সালে 'সিভিল সার্ভিস রিফরমস অ্যাক্ট' প্রণয়ন। এই আইনে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরস্পরের কাছ থেকে রাজনৈতিক অনুদান নেয়া নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ১৮৮৩ সালের আইনে সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর যে বিধিনিষেধ আরোপিত হয়, ১৯৩৯ সালের হ্যাচ আইন তাকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে এই সব বিধিনিষেধ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাহী শাখার সকল কর্মচারীর জন্যে প্রযোজ্য হয়।

সংস্কার প্রচেষ্টা

শতাব্দীর শেষে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কর্পোরেশন সমুহের প্রভাবে যে উদ্বেগ দেখা দেয়, তারই ফলশ্রুতিতে নির্বাচনী প্রচারে অর্থ যোগানোর সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি বিধি জারি করা হয়। ১৯০৭ সালে কর্পোরেট চাঁদা দান নিষিদ্ধ করে প্রথম কেন্দ্রীয় বিধিটি জারি করা হয়। চল্লিশ বছর পর ঐ নিষেধাজ্ঞাটি শ্রমিক ইউনিয়নের ক্ষেত্রে স্থায়ী ভিত্তিতে সম্প্রসারিত হয়। কেন্দ্রীয় নির্বাচনী প্রচারের অর্থ প্রাপ্তির বিষয় তথ্য প্রদান সংক্রান্ত প্রথম আইনটি প্রণীত হয় ১৯১০ সালে। ১৯১১ সালে এই আইনটিতে যে সংশোধনী আনয়ন করা হয়, তার আওতায় সকল প্রার্থীর জন্যে প্রাইমারি, কনভেনশন এবং নির্বাচন-পূর্ব অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য ফেডারেল অফিসকে জ্ঞাত করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেট নির্বাচনে প্রার্থীরা এই সংশোধনীর আওতায় কি পরিমান অর্থ নির্বাচনে ব্যয় করতে পারবে, তা সীমিত করে দেয়া হয়। অবশ্যি, পরবর্তী পর্যায়ে আদালতের একটি রায় এই আইনের বাধ্যবাধকতা বিশেষভাবে হ্রাস করে দেয়। ১৯২৫ সালে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত আইনটিকে বিধিবদ্ধ ও সংশোধিত করা হয়। অবশ্যি, এই সময় তেমন কোন পরিবর্তন আনয়ন করা হয়নি। এই বিধিবদ্ধ ও সংশোধিত আইনটির নাম "ফেডারেল করাপ্ট প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট।" ১৯৭২ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারের জন্যে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় সম্পর্কে এইটিই হচ্ছে মৌলিক বিধি।

www.pathagar.com

যতবারই বিধিনিষেধমূলক আইন প্রবর্তিত হয়েছে, ততবারই রাজনীতিবিদরা অর্থ সংগ্রহের নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। উল্লেখ্য যে, যখন সরকারী কর্মকর্তাদের আয়ের পরিমানের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, তখন কর্পোরেট চাঁদার দিকে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। যখন পরবর্তীতে এটাও নিষিদ্ধ হয়, তখন ধনী লোকদের কাছে টাকা চাওয়া হয়। এদের মধ্যে অনেক কর্পোরেট শেয়ার হোল্ডার ও কর্মকর্তাও ছিলেন। যখন 'হ্যাচ অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে ধনী নাগরিকদের প্রভাবের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা করা হয়, তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদরা অর্থ সংগ্রহের নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে।

প্রার্থীরা ক্ষুদ্র পরিমানে টাকা আদায়েরও চেষ্টা করেছে, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এ ক্ষেত্রে তেমন সাফল্য অর্জিত হয়নি। ১৯৬৪ সালে রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ব্যারি গোল্ডওয়াটার জনসাধারণের কাছে ডাক যোগে চাঁদা চেয়ে আবেদন করার যে পদ্ধতি বেছে নেন, তার মাধ্যমে তিনি তার নির্বাচনী প্রচারাভিযানের একটি মোটা অঙ্ক সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। তখন থেকে কয়েকজন প্রেসিডেন্সিয়াল পদপ্রার্থী এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং ভাল ফলও পেয়েছেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, ১৯৬৮ সালে ডেমোক্র্যাট দলীয় ইউজিন ম্যাকার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী জর্জ ওয়ালেস; ১৯৭২ সালে ডেমোক্র্যাট দলীয় জর্জ ম্যাকগভার্ন এবং ১৯৮৪ সালে রোনাল্ড রেগ্যান।

১৯৭০-এর দশকে কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্য উভয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সংস্কারের এক নতুন ঢেউ শুরু হয়। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এসব সংস্কারের ফলাফল এবং পরবর্তীতে প্রার্থী ও কমিটিসমুহের উপর আরোপিত আইনের বোঝা লাঘবের চেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭১ সালের 'ফেডারেল ইলেকশন ক্যামপেইন অ্যাক্ট (এফইসিএ)'; ১৯৭১ সালের 'রেভেনিউ অ্যাক্ট'; এবং ১৯৭৪ ও ১৯৭৯ সালের 'এফইসিএ' সংশোধনীসমুহে। ১৯৭০-এর দশকে যে সব আইন প্রণীত হয়েছে, মূলত: সেগুলোই রয়েছে এবং তারপর আর কোন বড় ধরণের পরিবর্তন আনা হয়নি।

www.pathagar.com

সরকার প্রদত্ত অর্থ

প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়ন লাভের পূর্ববর্তী সময়ে উপযুক্ত প্রার্থীদেরকে প্রয়োজন সাপেক্ষে সরকারী তহবিল থেকে আনুপাতিক হারে অর্থ যোগানোর বিধান রয়েছে। এই আনুপাতিক হারে সরকারী অর্থ পেতে হলে যে সব প্রার্থী তাদের দলীয় মনোনয়ন লাভে ইচ্ছুক, তাদেরকে বিশটি অঙ্গরাজ্য থেকে আড়াই শ' ডলার অথবা এর কম বেসরকারী ও ব্যক্তিগত চাঁদা বাবদ পাঁচ হাজার ডলার সংগ্রহ করতে হবে। এই পরিমানে বেসরকারী ও ব্যক্তিগত চাঁদা সংগ্রহ করতে পারলে তাদেরকে আনুপাতিক হারে সরকারী অনুদান দেয়া হবে। এর পর কেন্দ্রীয় সরকার যোগ্য প্রার্থীদের আনুপাতিক হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করে। এই অনুদান আড়াই শ' ডলার পর্যন্ত হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের পরিমান মনোনয়ন পূর্ব প্রচারাভিযানের জন্যে প্রার্থীদেরকে যে ব্যয় সীমা বেঁধে দেয়া হয়, তার অর্ধেকের বেশী হতে পারেনা। ১৯৯২ সালে এই সীমা ছিল দুই কোটি ছিয়াত্তর লাখ ডলার।

দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের জাতীয় মনোনয়ন কনভেনশনের খরচ নির্বাহের জন্যেও কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী তহবিল থেকে অর্থ যোগান দেয়। ১৯৯২ সালে দু'টি দলের প্রতিটি প্রায় এক কোটি দশ লাখ ডলার অনুদান লাভ করে। যদি কোন ছোট দলের প্রার্থী পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে শতকরা পাঁচ ভাগের চেয়ে বেশী ভোট পেয়ে থাকে, তবে সেই দলও তাদের কনভেনশনের জন্যে আংশিক হারে সরকারী সাহায্য লাভ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

সাধারণ নির্বাচনে বড় দলের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের জন্যে সরকারী তহবিল থেকে আংশিক মঞ্জুরী লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত। পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এ সব প্রার্থীদের প্রত্যেকে ১৯৯২ সালে পাঁচ কোটি বায়ান্ন লাখ ডলার করে পেয়েছে। ছোট দল কিম্বা নতুন দলের যে সব প্রার্থী যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তারাও যাতে তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের জন্যে আংশিক অনুদান পায়, তারও বিধান রয়েছে।

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীরা যাতে নির্বাচকমন্ডলীর সামনে নিজেদেরকে এবং তাদের ভাবাদর্শকে তুলে ধরতে পারে, তার জন্যেই সরকারী তহবিল থেকে আংশিক অথবা পুরোপুরিভাবে অর্থ যোগানো হয়ে থাকে। সরকারী অর্থ প্রদানের আর একটি লক্ষ্য হচ্ছে ধনাঢ্য চাঁদাদাতা অথবা স্বার্থান্বেষী দলসমূহের উপর নির্ভরশীলতা লোপ করা।

নির্বাচনী প্রচারের গোড়ার দিকে সরকারী অনুদানের লক্ষ্য থাকে মনোনয়ন দানের পদ্ধতিকে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করা এবং তুলনামূলক কম অঙ্কের চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে প্রার্থীদের সমর্থনের ভিত্তি সম্প্রসারণ। প্রার্থীরা এই অর্থ সংগ্রহ নানা ভাবে করে থাকে। যেমন, সরকারী ডাকযোগে আবেদন প্রেরণ, সম্বর্ধনা ও নৈশ ভোজ ইত্যাদির আয়োজন করে অর্থ সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাসেবী অর্থ সংগ্রাহকদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে লোকদের কাছে চাঁদা সংগ্রহ।

বিগত পাঁচটি প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে করদাতারা তাদের ওপর আরোপযোগ্য করের এক ক্ষুদ্রাংশ, যেমন ব্যক্তি বিশেষের জন্যে এক ডলার এবং বিবাহিত দম্পতি যদি যুগ্মভাবে কর দেয়, তবে তাদের জন্যে দুই ডলার হিসেবে চাঁদা নির্ধারণ করে রাখতো। এর উপরই প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সরকারী অনুদান নির্ভর করতো। করদাতাদের এই চাঁদা তাদের দেয় ফেডারেল কর থেকে বাদ দেয়া হত। এই পদ্ধতিতে ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পূর্ব প্রচারাভিযান এবং বড় দলগুলোর নির্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়নের জন্যে কনভেনশন অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনীয় ১৭ কোটি ৫৪ লাখ ডলার সংগ্রহে কোন বেগ পেতে হয়নি। ১৯৮৮ সালের তুলনায় ১৯৯২ সালে সরকারী অনুদানের পরিমান সামান্য কিছু কম ছিল। ১৯৮৮ সালে সরকারী তহবিল থেকে যোগানো হয়েছিল ১৭ কোটি ৬৯ লাখ ডলার। প্রতি বছরই প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে সরকারী অনুদান যোগ্য বলে বিবেচিত প্রার্থীদের সংখ্যা এবং তাদের তহবিল সংগ্রহের আবেদনের প্রকৃতি ও সাফল্যের ভিত্তিতে ভিন্ন ধরণের হয়। পূর্বেকার সরকারী অনুদানের পরিমান ছিল নিম্নরূপ: ১৯৮৪ সালে ১৩ কোটি ২৬ লাখ ডলার; ১৯৮০ সালে ১০ কোটি ১৬ লাখ ডলার; এবং ১৯৭৬ সালে ৭ কোটি ১৪ লাখ ডলার। ১৯৭৬ সালেই প্রথম সরকারী অনুদানের সমর্থনপুষ্ট হয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান চালানো হয়।

www.pathagar.com

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সরকারী আর্থিক সমর্থন যোগানোর ব্যাপারটি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করলেও পূর্ববর্তী বছরগুলোতে এটা সম্প্রসারিত হয়; কারণ তখন থেকে করদাতারা তাদের করের অংশ থেকে চাঁদাদান করাটা সুবিধাজনক বলে বুঝতে শুরু করে। ১৯৮১ সালে তহবিলের পরিমান সর্বোচ্চ হয়, কেননা এ বছর করদানের পরিমানের শতকরা ২৮.৬ ভাগ নির্বাচনী তহবিলের জন্যে বরাদ্দ করা হয়। ১৯৯২ সালে এ ধরণের বরাদ্দ হ্রাস পেয়ে শতকরা ১৭.৭ ভাগে দাঁড়ায়। এর কারণ হচ্ছে কর থেকে চাঁদা দানের পরিমান হ্রাস। ১৯৯৩ সালে কর থেকে চাঁদা দানের পরিমান বৃদ্ধি করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রার্থীর জন্যে তিন ডলার করে এবং যুগ্মভাবে ছয় ডলার করে নির্ধারিত করা হয়।

চাঁদা এবং ব্যয় নির্বাহের সীমা নির্ধারণ

১৯৭০-এর দশকের সংশোধিত আইনেও সকল ফেডারেল নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে চাঁদা ও ব্যয়ের ওপর সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট পরবর্তীকালে রুলিং দেয় যে কেবলমাত্র সরকারী অর্থে পরিচালিত নির্বাচনী প্রচার, বর্তমানে কেবল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারের ক্ষেত্রেই ব্যয়ের ওপর সীমারেখা আরোপ অনুমোদন যোগ্য। ব্যক্তিবিশেষ প্রতি নির্বাচনে একজন প্রার্থীকে অনধিক এক হাজার ডলার চাঁদা দিতে পারবে। একাধিক প্রার্থীর জন্যে গঠিত কমিটি প্রতি নির্বাচনে একজন প্রার্থীকে অনধিক পাঁচ হাজার ডলার চাঁদা দিতে পারবে। সরকারী অর্থ গ্রহণকারী সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থীরা তাদের প্রচার কাজে বেসরকারী চাঁদা নাও নিতে পারেন। নির্বাচনী আইন মেনে চলার খরচ বহন করার জন্যে তারা অবশ্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেসরকারী চাঁদা নিতে পারেন।

চাঁদা ও ব্যয় সীমা বেঁধে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো বিশাল আকারের চাঁদা ও তার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধ করা, বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দূর করা এবং অপব্যবহারের সুযোগ হ্রাস করা। প্রেসিডেন্ট ও ফেডারেল নির্বাচনে ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী কোন প্রার্থীকে জয়ী বা পরাজিত করার জন্যে স্বাধীনভাবে সীমাহীন অর্থ ব্যয় করতে পারে। তবে এই অর্থ ব্যয়িত হতে হবে কোন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার কমিটির সংগে

www.pathagar.com

আলোচনা বা সমন্বয় ব্যাতিরেকে। ১৯৮০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মনোনয়নপূর্ব প্রচার এবং সাধারণ নির্বাচনের প্রচার কাজে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হয়। এর ফলে নেতৃস্থানীয় প্রার্থীরা এ ধরনের ব্যয়ের আইনগত ও সাংবিধানেক ভিত্তি সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করেন। ১৯৮৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে সুপ্রীম কোর্টের এক রুলিংএ এ ধরনের স্বতন্ত্র ব্যয় যারা করেছেন, তাদের পক্ষে রায় দেওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের জন্যে অপেক্ষমান এই সব ব্যাক্তি ও গোষ্ঠী ১৯৮৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে এক কোটি ৭৪ লাখ ডলার খরচ করেছেন। ১৯৯২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে খরচ করা হয় মাত্র ৪৪ লাখ ডলার।

ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনেতিক দলগুলোর কমিটিগুলোতেও চাঁদা দিতে পারে। এসব কমিটি আবার তাদের দলের প্রেসিডেন্সিয়াল প্রার্থীর পক্ষে অর্থ ব্যয় করতে পারে। ১৯৯২ সালে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দলের কমিটিগুলো ভোটার রেজিস্ট্রিকরণ ও ভোটারদের ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযানে ব্যয়ের আরো উল্লেখযোগ্য উৎস ছিল শ্রমিক সংগঠনগুলো। এসব সংগঠন নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রচার চালায় এবং ভোটার রেজিস্ট্রিকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ অভিযান চালিয়ে ক্লিনটন-গোর প্রার্থিতার পক্ষে কাজ করে। সুতরাং সরকারী অর্থ ব্যয় এবং ব্যয় সীমা আরোপের লক্ষ্য যদিও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ করা, তবুও বহু আইনানুগ পন্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেসরকারী তহবিল খরচের সুযোগ রয়েছে। সবশেষে ফেডারেল নির্বাচনী আইনে প্রচারাভিযানের সময় প্রাপ্ত চাঁদা এবং ব্যয় সম্পর্কিত পূর্ণাংগ ও সময়মতো বিবরণ দাখিল করার বিধান রয়েছে। বিবরণ প্রকাশের বিধানের লক্ষ্য হলো ভোটারদের প্রার্থীদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রাখা এবং নির্বাচনী প্রচারে অর্থ ব্যয়ের আইনগুলো মানা হচ্ছে কিনা তার ওপর নজর রাখা।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সততা কিভাবে রক্ষা করা যায় এবং একই সংগে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর আলোকে বাক স্বাধীনতা এবং সংগঠন করার

www.pathagar.com

স্বাধীনতার প্রতি সম্মান কিভাবে প্রদর্শন করা যায়, তা আমেরিকান নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যবস্থা যারা উদ্ভাবন করতে চান তাদের সামনে একটি মৌলিক সমস্যা। ১৯৭০-এর দশকে যে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়, তা ছিল একটি ভারসাম্য আনয়নের জন্যে একটি উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টা। প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ব্যয় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে এই প্রচেষ্টা সব সময় সফল হয়নি। কিন্তু আমেরিকান গণতন্ত্রের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারে অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণের বর্তমান ব্যবস্থাও একটি পরীক্ষা, যা আগামী বছরগুলোতে নিঃসন্দেহে সংশোধিত হবে।

==========

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলসমুহ

জন এফ. বিব্বি

আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ ১৭৮৭ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করেছিলেন, তখন তারা সরকারী কর্মকান্ডে রাজনৈতিক দলগুলোর কোন ভূমিকার কথা চিন্তা করেননি।

বাস্তবিক পক্ষে তারা ক্ষমতা পৃথকীকরণ, ভারসাম্য বজায় এবং নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেকটোরাল কলেজ) মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে রাজনৈতিক দল এবং গ্রুপ থেকে সরকারকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দের ইচ্ছা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে প্রথম দেশ যেখানে জাতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয় এবং ১৮০০ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাহী ক্ষমতা এক দলের কাছ থেকে অন্য দলের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

রাজনৈতিক দলের ব্যাপ্তি এবং অভ্যুদয়

ভোটাধিকার সম্প্রসারণের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের বিকাশের একটা ঘনিষ্ঠ

www.pathagar.com

যোগসূত্র ছিল যেহেতু ১৮০০-এর গোড়ার দিকে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার বিধানগুলো প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল। ভোটার সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদেরকে সংগঠিত করার জন্যে একটা উপায় বের করার প্রয়োজন ছিল। এই জরুরী কাজটি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। আমেরিকাতে এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অংশ হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যুদয় ঘটে এবং ১৮৩০-এর দশকের মধ্যে দলগুলো রাজনৈতিক পরিমন্ডলের এক দৃঢ় ভিত্তিতে পরিণত হয়।

আজ রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক দল আমেরিকার পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিব্যাপ্ত। আমেরিকানদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের হয় রিপাবলিকান না হয় ডেমোক্র্যাট হিসেবে বিবেচনা করে। যারা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র বলে থাকে, তাদের মধ্যেও কোন না কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন থাকে এবং তারা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য পোষন করে থাকে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় ডেমোক্র্যাট-মনা একাত্তর শতাংশ স্বতন্ত্র ভোটার এবং রিপাবলিকান-মনা ঊনআশি শতাংশ ভোটার ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত চারটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন। একটি হিসেবে দেখা গেছে যে, প্রায় নয় শতাংশ আমেরিকান হচ্ছে সত্যিকার অর্থে "খাঁটি স্বতন্ত্র।"

দলীয় প্রভাবের প্রাধান্য সরকারে আসীন দলের মধ্যেও বিরাজ করে। দুটি বড় রাজনৈতিক দল প্রেসিডেন্সী, কংগ্রেস, গভর্নরশীপ এবং অঙ্গ রাজ্যের বিধান সভাগুলোকে নিয়ন্ত্রন করে থাকে। ১৮৫৬ সাল থেকে নির্বাচিত সকল প্রেসিডেন্টই হয় রিপাবলিকান পার্টি না হয় ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দুটি বড় দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা গড়ে পপুলার ভোটের ৯৫.৪ শতাংশ লাভ করেছেন।

১৯৯৪ সালের কংগ্রেস নির্বাচনে মাত্র একজন কংগ্রেস সদস্য স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে সকল অঙ্গরাজ্যের মোট ৭,৩০০ জন বিধায়কদের মধ্যে

www.pathagar.com

মাত্র ০.২ শতাংশ সদস্য বাদে অন্যান্য সবাই হয় রিপাবলিকান না হয় ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য। দুই-দলীয় পদ্ধতি জাতীয় এবং অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে সরকারকে সংগঠিত করে থাকে।

অনেক গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলো আদর্শগত দিক দিয়ে দৃঢ় ভাবে ঐক্যবদ্ধ না হলেও সরকারী নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে, ১৯৯৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট দল নীতির ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ পার্থক্য প্রদর্শন করেছে এবং তাদের নিজ নিজ দলের মধ্যে অভূতপূর্ব ঐকমত্য সৃষ্টি করেছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে অত্যন্ত উত্তপ্ত এক পরিবেশ বিশেষ করে প্রতিনিধি পরিষদে। সরকারের ওপর দ্বিদলীয় নিয়ন্ত্রণের এই যুগে ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের মধ্যে দলীয় টানাপোড়েন ও সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে উভয় পক্ষই বিশেষ করে বয়স্কদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কর, এবং সুসম কেন্দ্রীয় বাজেটের ব্যাপারে পরস্পরকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এটা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, কে কি পাচ্ছে এবং কে কি দিচ্ছে সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত কেবল মাত্র রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটরাই গ্রহণ করবে।

আমেরিকান পার্টি পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো

নির্বাচনে দুই দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক পদ্ধতির একটি অন্যতম মূল এবং স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। ১৮৬০-এর দশক হতেই রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটরাই নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। দুই দলের এই রেকর্ডের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। দুই দলই জাতির নির্বাচনী রাজনীতিতে অব্যাহতভাবে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে রাজনৈতিক পদ্ধতির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো।

www.pathagar.com

জাতীয় ও অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে বিধায়কদের নির্বাচনের মানদন্ড হচ্ছে "এক (সিঙ্গল) সদস্য" জিলা পদ্ধতি। এর অর্থ হচ্ছে যে প্রার্থী বেশী সংখ্যক ভোট পাবেন, তিনিই নির্বাচিত হবেন। এক সদস্য ব্যবস্থায় কোন এক জেলায় একটি দলই নির্বাচিত হতে পারে যেটা আনুপাতিক পদ্ধতি হতে ভিন্ন। ফলে এক সদস্য পদ্ধতি দুটো ব্যাপকভিত্তিক দল গঠনে উৎসাহ যুগিয়ে থাকে যারা বিধানসভা নির্বাচনী জেলাগুলোতে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন লাভে সক্ষম। এই পদ্ধতির ফলে ছোট এবং তৃতীয় দলগুলোর চির স্থায়ী পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। ঐ সব দলকে টিকে থাকতে হলে কোন বড় দলের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্যে প্রচলিত ইলেকটোরাল কলেজ সিস্টেম হচ্ছে দ্বি-দলীয় পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক রুপ পরিগহের দিকে আরেকটি ধাপ। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার লক্ষ্যে পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্যের ৫৩৮-টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের মধ্যে কোন প্রার্থীকে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে হবে। এই বাধ্যবাধকতার ফলে একটি বড় দলের সাথে মিলিত না হয়ে কোন তৃতীয় দলের পক্ষে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়াটা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। এছাড়া, প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের ইলেকটোরাল ভোট সেই প্রার্থীই পেয়ে থাকেন যিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ পপুলার ভোট লাভ করেন। এটাকে বলা হয় "উইনার টেক অল" ব্যবস্থা (winner take all arrangement)। এর জন্যে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে কোন অঙ্গরাজ্যে সেখানকার প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ লাভ করা। এক-সদস্য জিলা পদ্ধতির মত ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিও তৃতীয় দলের প্রার্থীর জন্যে অসুবিধাজনক। এসব তৃতীয় দল কর্তৃক কোন রাজ্যে ইলেকটোরাল ভোট লাভ করার সুযোগ খুবই সামান্য। আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার মত যথেষ্ট সংখ্যক রাজ্যের ইলেকটোরাল ভোট পাওয়াতো দূরের কথা।

সরকারী প্রশাসন রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে বড় দলগুলোর সুবিধার্থে তারা কিছু সংখ্যক নির্বাচনী নিয়মাবলী সৃষ্টি করেছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। নির্বাচনী ব্যালট পেপারে কোন নতুন দলের নাম অন্তর্ভুক্ত করার কাজটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দুঃসাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরুপ বলা যায় যে,

www.pathagar.com

ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী কোন নতুন দলের প্রার্থীর নাম নির্বাচনী ব্যালট পেপারে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সেই দলের রেজিস্ট্রিকৃত ৮৯,০০০ সমর্থকের প্রয়োজন হবে। এছাড়া, ফেডারেল ইলেকশন ক্যামপেইন অ্যাক্ট বড় দলগুলোকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এসব সুবিধার মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার জন্যে সরকারী অর্থ অনুদান। ১৯৯৬ সালে এর পরিমান হচ্ছে ছয় কোটি ডলার। এছাড়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্যে অনুষ্ঠিত দলীয় সম্মেলনের জন্যেও সরকার অর্থ যুগিয়ে থাকে। আর প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়নের জন্যে প্রার্থী যে পরিমান অর্থ ব্যয় করবেন, সরকারও সেই পরিমান অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে প্রদান করবেন।

আমেরিকার স্বতন্ত্র মনোনয়ন পদ্ধতি হচ্ছে তৃতীয় দলগুলোর পক্ষে অতিরিক্ত কাঠামোগত প্রতিবন্ধক। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই অঙ্গরাজ্য এবং কংগ্রেস নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নের জন্যে প্রাইমারি নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে। এটা একটা অনন্যসাধারণ পদ্ধতি। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্যেও অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ দেশে দলীয় মনোনয়ন লাভের প্রক্রিয়াটি পার্টির সংগঠনই নিয়ন্ত্রন করে থাকে। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রে ভোটাররাই চুড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে থাকে যে, রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট দলীয় কোন প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে দলীয় মনোনয়ন পাবেন। এই পদ্ধতির ফলে অবশ্যি যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য যেকোন গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় পার্টির আনুষ্ঠানিক সংগঠন দূর্বলতর হয়ে থাকে।

জনগণের অংশগ্রহণমূলক মনোনয়ন প্রক্রিয়ার কারণে বিগত একশ' চল্লিশ বছর যাবত যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী রাজনীতিতে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট পার্টি প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। প্রাইমারি নির্বাচনের মাধ্যমে পার্টির মনোনয়ন লাভ করে তৃতীয় কোন দল সংগঠিত না করেই বিদ্রোহীরা সাধারণ নির্বাচনের ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে নির্বাচনে তাদের বিজয়ের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করতে পারে। এভাবে মনোনয়ন দানের প্রাইমারি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই দলের মধ্যে বিরুদ্ধবাদী অভিমত সন্নিবেশিত হতে পারে এবং তারা তৃতীয় একটি দল

www.pathagar.com

গঠনের দুরুহ কাজ করা থেকে দূরে থাকতে পারে।

রাজনৈতিক সমর্থনের ব্যাপক ভিত্তি

নির্বাচনে আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির সমর্থন লাভ করে থাকে। একমাত্র আফ্রিকান-আমেরিকান (কৃষ্ণাঙ্গ) ভোটার ছাড়া (এদের নব্বই শতাংশই ডেমোক্র্যাট দলের সমর্থক) রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট উভয় রাজনৈতিক দলই প্রতিটি আর্থসামাজিক গ্রুপের মানুষের কাছ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ সমর্থন লাভ করে থাকে। শ্রমিক ইউনিয়ন অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে সাধারণভাবে ডেমোক্র্যাট মনে করা হলেও রিপাবলিকানরা অধিকাংশ নির্বাচনে ঐসব এলাকায় কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়ার আশা করে থাকে এবং কয়েক বছরে এই ভোটের সংখ্যা প্রায় ৪৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (১৯৮৪)। অনুরূপভাবে, আয়ের স্তর উপরে গেলে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন সাধারণভাবে হ্রাস পায়। ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীরা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকে ভাল সমর্থন লাভ করে থাকে। ১৯৯২ সালে বিল ক্লিনটন এবং জর্জ বুশ বার্ষিক ৫০,০০০ থেকে ৭৫,০০০ ডলার আয় করে এমন জনগোষ্ঠির কাছ থেকে প্রায় সমান সংখ্যক ভোট লাভ করেছিলেন।

মধ্যপন্থা এবং কর্মসূচী বিষয়ক নমনীয়তা

পার্টির অভ্যন্তরে ঐক্যের স্বল্পতা এবং কোন আদর্শ অথবা নির্ধারিত নীতি বিষয়ক লক্ষ্যের প্রতি কঠোর আনুগত্যের অভাবের জন্যে আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলো সুপরিচিত। ঐতিহ্যগতভাবে আমেরিকার রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে জয়লাভ এবং সরকারের কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রনের জন্যেই বিশেষভাবে আগ্রহী। দেশের আর্থসামাজিক গ্রুপের ব্যাপক অংশের মধ্যে তাদের সমর্থনের ভিত্তি রয়েছে। আমেরিকান সমাজ হচ্ছে মধ্যপন্থী যে কারণে আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলো নীতির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। নীতির ক্ষেত্রে তারা উচ্চতর নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে। কোন বিশেষ নীতি বা আদর্শের প্রতি স্থির না থাকার কারণে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটরা তাদের নিজ নিজ দলের অভ্যন্তরে ব্যাপকতর ভিন্ন

www.pathagar.com

মতাবলম্বীদের সহ্য করতে পেরেছে। এর ফলে তারা তৃতীয় দলগুলোকে তাদের মধ্যে সহজে গ্রহণ করার এবং কোন প্রতিবাদ আন্দোলনকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে।

বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কাঠামো

আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার কাঠামো যে কতটা বিকেন্দ্রীভূত সেটা বলে শেষ করা যায়না। সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের মধ্যে প্রেসিডেন্ট কোন সময়ই এটা ধরে নিতে পারেননা যে, তার দলীয় কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ প্রেসিডেন্টের কর্মসূচীর অনুগত সমর্থক হবে। আর কংগ্রেসে পার্টি নেতৃবৃন্দও এটা আশা করতে পারেননা যে, তাদের দলীয় সদস্যরা পার্টির নির্ধারিত পথেই ভোট দেবেন। পার্টির সংগঠনের মধ্যে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেশনাল এবং সিনেট নির্বাচন প্রচারণা কমিটি গুলো (বর্তমান সাংসদদের নিয়ে গঠিত) প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত জাতীয় পার্টি কমিটিগুলোর প্রভাব মুক্ত হয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জাতীয় কনভেনশনে ডেলিগেট বাছাই করার নিয়বালীর ক্ষেত্রে সামান্য কিছুটা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা ব্যতীত পার্টির জাতীয় সংগঠনগুলো অঙ্গরাজ্য ভিত্তিক পার্টি কর্মকান্ডে কদাচিত নাক গলিয়ে থাকে।

শাসনতান্ত্রিকভাবে এই ক্ষমতা বিভাজন পদ্ধতির ফলে ব্যাপকভাবে সাংগঠনিক খন্ডকরণ ঘটে থাকে যা বিধায়ক এবং পার্টির প্রধান নির্বাহীদের মধ্যে পার্টির ঐক্যের লক্ষ্যে খুব সামান্যই উৎসাহ যুগিয়ে থাকে। ফেডারেলবাদের শাসনতান্ত্রিক নীতি পার্টিগুলোকে আরও বিকেন্দ্রীকরণ করে থাকে ফলে ফেডারেল, রাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে সৃষ্টি হয় হাজার হাজার পৃথক পার্টি সংগঠন যেগুলোর থাকে নিজস্ব কার্যকরী কমিটি ও কর্মকর্তা। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাইমারি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়নের প্রক্রিয়া পার্টির সংগঠনকে দূর্বল করে ফেলে। কারণ এর মাধ্যমে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়ার ওপর পার্টির কোন নিয়ন্ত্রন থাকেনা। প্রার্থীদেরকে তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী প্রচারণা সংগঠন এবং সমর্থক গড়ে তোলার জন্যে উৎসাহিত করা হয় যার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে প্রাইমারি এবং পরে সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভ করা।

www.pathagar.com

এমনকি তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারটিও মুখ্যত প্রার্থীদের ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পার্টি সংগঠন পার্টির প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় কি পরিমান অর্থ প্রদান করবে, সেটা আইন দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত বিশেষত ফেডারেল নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে। আমেরিকার নির্বাচনী রাজনীতি প্রার্থী-কেন্দ্রীক, পার্টি-কেন্দ্রীক নয়।

পার্টি সম্পর্কে আমেরিকানদের সন্দেহ

আমেরিকান রাজনৈতিক পদ্ধতির মাঝে দলীয় আনুগত্যের অত্যন্ত ভাল দৃষ্টান্ত থাকলেও নাগরিক সংস্কৃতির একটি অন্তর্নিহিত উপাদান হচ্ছে পার্টির প্রতি অবিশ্বাস। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কংগ্রেস ও রাজ্য পর্যায়ের বিধায়ক পদে প্রার্থী মনোনয়নের জন্যে প্রত্যক্ষ প্রাইমারি নির্বাচন পদ্ধতি চালু এবং সাম্প্রতিক কালে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়নে ব্যাপকভাবে প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠান আমেরিকান জনগণের পার্টি বিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক। পার্টির নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সরকারের ওপর বিপুল ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি আমেরিকান জনগণ সুনজরে দেখছেনা। জনমত জরিপে দেখা গেছে যে, নির্বাচক মন্ডলীর বিপুল সংখ্যক অংশ মনে করে যে, পার্টি কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার চেয়ে বরং সেটা সম্পর্কে অধিকতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তারা মনে করে ব্যালট পেপারে পার্টির কোন ছাপ না থাকলেই ভাল হয়।

আমেরিকান পার্টিগুলো শুধুমাত্র একটি প্রতিকূল সাংস্কৃতিক পরিবেশে কাজই করেনা, বরং তারা আরও একটি সমস্যা মোকাবেলা করে থাকে। এটা হচ্ছে অধিক সংখ্যক ভোটার বর্তমানে পার্টির সাথে নিজেদের চিহ্নিতকরণের বিষয়টির প্রতি ক্রমবর্ধমানভাবে কম গুরুত্ব আরোপ করছে। এর একটা প্রমান হচ্ছে অধিক সংখ্যক ভোটার কর্তৃক একই নির্বাচনে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীকে ভোট প্রদান। ১৯৯২ সালে ছত্রিশ শতাংশ ভোটার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ও কংগ্রেস নির্বাচনে ভিন্ন দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে অর্থাৎ একই ভোটার একই দিনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে এক দলের প্রার্থীকে এবং কংগ্রেসে অন্য দলের প্রার্থীকে ভোট প্রদান করেছে। ১৯৯৪ সালে আটাশ শতাংশ ভোটার প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেটে ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে।

www.pathagar.com

আমেরিকান নির্বাচনে তৃতীয় দলসমুহ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী

তৃতীয় দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর আবির্ভাব আমেরিকান রাজনীতিতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘটে থাকে। এইসব দল ও প্রার্থী প্রায়ই এমন সব সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেছে যেগুলোকে বড় দলগুলো তাদের প্রকাশ্য আলোচ্যসূচীর মধ্যে এবং সরকারী কর্মসূচীর মধ্যে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে অধিকাংশ তৃতীয় দলই একটি মাত্র নির্বাচনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং তার পরই সেগুলো রাজনীতির মঞ্চ থেকে অপসৃত হয়ে যায় অথবা একটি বড় দলের সাথে মিশে যায়। ১৮৫০-এর দশকের পর থেকে কেবল মাত্র একটি নতুন দল আবির্ভূত হবার পর বড় দলের মর্যাদা লাভ করেছে। আর সেটা হচ্ছে রিপাবলিকান পার্টি। ঐ সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ইসু বিরাজ করছিল। ক্রীতদাস প্রথা জাতিকে বিভক্ত করে রেখেছিল এবং সেটাই প্রার্থী বাছাই এবং ভোটারদেরকে সংগঠিত করার ভিত্তি হিসেবে কাজ করছিল।

তৃতীয় দলসমুহ দীর্ঘ দিন টিকে থাকার মত সমর্থন পায়নি। তবে এই প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, তৃতীয় দলগুলো নির্বাচনের ফলাফলের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরুপ বলা যায় যে, ১৯১২ সালে থিওডর রুজভেল্ট তৃতীয় দলের প্রার্থী হওয়ায় রিপাবলিকান দলের ভোট ভাগাভাগি হয়ে যায় এবং ফলে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী উড্রো উইলসন পপুলার ভোটের সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেয়েও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৯২ সালে রস পেরোর প্রার্থীতা সেই সব ভোটারদের আকৃষ্ট করেছিল যারা ১৯৮০-এর দশক থেকে রিপাবলিকানদেরকে ভোট দিয়ে আসছিল। এই সব ভোটার রস পেরোর দিকে আকৃষ্ট হবার কারণে সেটা ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তৃতীয় দলের প্রার্থীদের আবির্ভাব ঘটলে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থীরা যে সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হবেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের জন্যে পরিচালিত জনমত জরিপগুলোতে তৃতীয় দলগুলোর পক্ষে অব্যাহতভাবে ব্যাপক সমর্থন পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে গ্যালাপ সংস্থা পরিচালিত এক জরিপে শতকরা বাষট্টি শতাংশ মানুষ তৃতীয় একটি দল গঠনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছে। এ ধরণের মনোভাব এবং প্রচারণায় বিপুল অর্থ ব্যয় করার কারণেই টেক্সাসের ধনকুবের রস পেরো ১৯৯২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উনিশ শতাংশ ভোট লাভ করতে সক্ষম হয়েছিয়েন। ১৯১২ সালে প্রোগ্রেসিভ পার্টির প্রার্থী থিওডর রুজভেল্ট ২৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। তারপর থেকে কোন তৃতীয় প্রার্থী কর্তৃক এটাই সর্বাধিক ভোট লাভের ঘটনা।

তৃতীয় দলের পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন পরিলক্ষিত হলেও পূর্বে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকগুলোর কারণে তৃতীয় দলের প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিনেটর অথবা প্রতিনিধির আসন লাভ করতে পারেনা। এর সবচেয়ে প্রধান কারণ হচ্ছে ভোটারদের মনে এই আশঙ্কা যে, তৃতীয় দলের প্রার্থীকে ভোট দিলে সেই সব ভোট কার্যত নষ্ট হয়ে যাবে। তৃতীয় দলের সমর্থক ভোটাররা তাদের দ্বিতীয় পছন্দের প্রার্থীকে কৌশলগত কারণে ভোট প্রদান করে থাকে যখন তারা দেখে যে, তাদের তৃতীয় দলের প্রার্থীর জেতার কোন সম্ভাবনাই নেই। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে, ১৯৮০ সালে যেসব ভোটার মধ্যপন্থী স্বতন্ত্র প্রার্থীকে যোগ্যতম মনে করেছিলেন, তাদের মধ্যে কেবলমাত্র সাতান্ন শতাংশ তাকে ভোট প্রদান করেন। ১৯৯২ সালে যারা রস পেরোকে যোগ্যতম প্রার্থী মনে করেছিলেন, তাদের মধ্যে উনাশি শতাংশ তাকে ভোট দিয়েছিলেন। বাকি একুশ শতাংশ মত বদল করেন।

তৃতীয় দলের প্রার্থীর পক্ষে "প্রতিবাদ" ভোট প্রদানের একটি ব্যাপারও রয়েছে। ১৯৯২ সালে গ্যালাপ সংস্থার জরিপে দেখা গেছে যে, পাঁচ শতাংশ ভোটার বলেছেন, পেরো জিতবেন এটা যদি তাদের ধারণার মধ্যে থাকত, তাহলে তারা তাকে ভোট দিতেননা।

তৃতীয় দলের এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অবশ্য একটি হতাশাব্যাঞ্জক নির্বাচন- পরবর্তী সময়ের মোকাবেলা করতে হবে যদি তারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় লাভ করেন।

www.pathagar.com

এটা হচ্ছে দেশ শাসন করার সমস্যা -- প্রশাসনে কর্মকর্তা নিয়োগ এবং রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস মোকাবেলার সমস্যা। কারণ এই কংগ্রেসের জন্যে তৃতীয় দলের প্রেসিডেন্টকে সহযোগিতা প্রদানের মধ্যে তেমন কোন উৎসাহ নেই।

আমেরিকার ইতিহাসে তৃতীয় পার্টি

১৮৩২ সালে অ্যান্টি-ম্যাসনিক পার্টি সাত দশমিক আট শতাংশ পপুলার ভোট এবং সাতটি ইলেকটোরাল কলেজ (ইসি) ভোট পেয়েছিল। পরবর্তী নির্বাচনে এই দল হুইগ দলকে সমর্থন করে।

১৮৪৮ সালে ফি সয়েল পার্টি ১০.১০ শতাংশ পপুলার ভোট পেয়েছিল। দলটি কোন ইসি ভোট পায়নি। পরবর্তী নির্বাচনে এই দল পাঁচ শতাংশ ভোট পায় এবং রিপাবলিকানদের ভিত্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

১৮৫৬ সালে হুইগ-আমেরিকান পার্টি ২১.৫০ শতাংশ পপুলার ভোট এবং আটটি ইসি ভোট লাভ করেছিল। পরবর্তী নির্বাচনে এই দল বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাউদার্ন ডেমোক্র্যাট পার্টি ১৮৬০ সালে ১৮.১০ শতাংশ পপুলার ভোট এবং ৭২-টি ইসি ভোট লাভ করেছিল। পরবর্তী নির্বাচনে দলটি বিলুপ্ত হয়।

১৮৬০ সালে কনস্টিটিউশনাল পার্টি ১২.৬০ শতাংশ পপুলার ভোট এবং উনচল্লিশটি ইসি ভোট লাভ করে। পরবর্তী নির্বাচনে দলটি বিলুপ্ত হয়।

পপুলিস্ট পার্টি ১৮৯২ সালে ৮.৫০ শতাংশ পপুলার ভোট এবং বাইশটি ইসি ভোট লাভ করে। পরবর্তী নির্বাচনে দলটি ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীকে সমর্থন করে।

প্রোগ্রেসিভ পার্টি ১৯১২ সালে ২৭.৫০ শতাংশ পপুলার ভোট এবং আটাশিটি ইসি

www.pathagar.com

ভোট লাভ করে। পরবর্তী নির্বাচনে দলটি রিপাবলিকান পার্টিতে প্রত্যাবর্তন করে।

সোশালিস্ট পার্টি ১৯১২ সালে ছয় শতাংশ পপুলার ভোট লাভ করে তবে কোন ইসি ভোট পায়নি। পরবর্তী নির্বাচনে দলটি ৩.২০ শতাংশ ভোট লাভ করে।

প্রোগ্রেসিভ পার্টি ১৯২৪ সালে ১৬.৬০ শতাংশ পপুলার ভোট এবং তেরটি ইসি ভোট লাভ করে। পরবর্তী নির্বাচনে দলটি রিপাবলিকান পার্টিতে ফিরে আসে।

স্টেটস রাইটস পার্টি ১৯৪৮ সালে ২.৪০ শতাংশ ভোট লাভ করে এবং উনচল্লিশটি ইসি ভোট লাভ করে। পরবর্তী নির্বাচনে দলটি বিলুপ্ত হয়।

প্রোগ্রেসিভ পার্টি ১৯৪৮ সালে ২.৪০ শতাংশ ভোট লাভ করেও কোন ইসি ভোট পায়নি। পরবর্তী নির্বাচনে দলটি ০.২০ শতাংশ ভোট পায়।

১৯৬৮ সালে জর্জ ওয়ালেস ১৩.৫০ শতাংশ পপুলার ভোট এবং ছেচল্লিশটি ইসি ভোট লাভ করেন। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি ১.৪০ শতাংশ ভোট লাভ করেন।

১৯৮০ সালে জন বি. অ্যান্ডারসন ৭.১০ শতাংশ পপুলার ভোট লাভ করেন, কোন ইসি ভোট পাননি। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি দাঁড়াননি।

১৯৯২ সালে রস পেরো ১৮.১০ শতাংশ পপুলার ভোট পেয়েও কোন ইসি ভোট পাননি। ১৯৯৫ সালে তিনি একটি স্বতন্ত্র দল গঠনের পরিকল্পনা ঘোষনা করেছেন।

===========

নিবন্ধকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক॥

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় রাজনৈতিক সম্মেলন: প্রার্থী নির্বাচন

লেস্টার ডেভিড ও আইরিন ডেভিড

১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের সদস্যরা এক অনন্য আমেরিকান অনুষ্ঠানে পৃথক পৃথকভাবে সমবেত হবেন। এই অনুষ্ঠান হলো জাতীয় মহা সম্মেলন বা কনভেনশন, যা প্রতি চার বছর অন্তর প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের নির্বাচনের জন্যে আয়োজন করা হয়ে থাকে। ১৯৯৬ সালে ডেমোক্র্যাট পার্টি মিলিত হবে ইলিনয় রাজ্যের শিকাগো শহরে এবং তাদের সম্মেলন চলবে আগস্টের ২৬ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত। আর রিপাবলিকান পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগো শহরে। তাদের সম্মেলন চলবে আগস্টের ১২ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দলের জাতীয় সম্মেলনের অনেক আগেই প্রাইমারিতে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নির্বাচন সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বলে চার দিন ব্যাপী সম্মেলনের ভূমিকা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আলোচনা ও শলা পরামর্শের পরিবর্তে এই সম্মেলন এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে গণযোগাযোগের একটি উপলক্ষ। জাতীয় সম্মেলন চলাকালে একটি দল জাতীয় প্রচার মাধ্যমে অবাধে

www.pathagar.com

আমেরিকান জনগণের কাছে নিজের মুখ্য বক্তব্য ও কর্মসূচী তুলে ধরতে পারে। অন্য কথায় এর মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় সাধারণ নির্বাচনের প্রচারাভিযান। এই সম্মেলন এক বিশাল টেলিভিশন কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে।

সম্মেলনের মনোযোগ

কনভেনশন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলেও আমেরিকান দলীয় রাজনীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে এসব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এমন এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে, যার তুলনা পৃথিবীতে দেখা যায়না। প্রতিটি জাতীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, প্রতিটি সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা তাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাক্তিটিকে সম্মেলনের সংবাদ পরিবেশন করতে ও বক্তব্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যে সম্মেলনে পাঠায়। বাস্তবিকই সম্মেলনের কিছু কিছু বিষয়ের জন্যে বেছে নেয়া হয় এমন সময়, যখন সর্বাধিক সংখ্যক লোক টিভি দেখে থাকে যাতে করে কোটি কোটি লোক সরকারের গণতান্ত্রিক রূপের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতে পারে।

প্রতিটি সম্মেলনে দর্শকরা দেখতে পাবেন বিশাল পতাকা ও নিশান দিয়ে মোড়া হল ঘরে প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি ও বিকল্প প্রতিনিধি বসে আছেন তাদের রাজ্যের জন্যে নির্দিষ্ট এলাকায় (বিকল্প প্রতিনিধিরা ভোট দিতে পারেন না কিন্তু মূল প্রতিনিধি অসুস্থ হয়ে পড়লে বা অনুপস্থিত থাকলে, তার স্থলাভিষিক্ত হন)।

প্রতিনিধিরা বক্তৃতা শুনবেন, অনেক বক্তৃতাই তাদের শুনতে হবে। তারা দেখবেন সাজানো হৈচৈ, যার জন্যে বিখ্যাত এসব চতুর্বার্ষিক সম্মেলন। তারা প্রার্থীর পক্ষে সমর্থনের প্রদশনীও দেখবেন, যা বহুআগে থেকেই পরিকল্পিত। মনোনয়নের জন্যে যখন কোন নাম উপস্থাপন করা হয়, তখন প্রার্থীর পক্ষে এই সমর্থন প্রদর্শন করা হয়। যখন কোন প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়, তখন সম্মেলন কক্ষ উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং ব্যান্ডে বেজে উঠে সংগীত। হাজার হাজার লাল, সাদা, নীল বেলুন ছেড়ে দেওয়া হয়। সম্মেলনে একজন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে বাছাই করা ছাড়াও অনুমোদন করা হয় দলীয় প্লাটফরম। এটি হলো বিভিন্ন

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ইস্যুতে দলের অবস্থান সম্পর্কে একটি বিবৃতি। সম্মেলন দলের জাতীয় কমিটিকে চার বছর পর আরেকটি জাতীয় সম্মেলন ডাকার কর্তৃত্ব দেয়।

জাতীয় সম্মেলনের দিনওয়ারি কার্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর প্রকৃতি পুরোপুরি অনুধাবন করা যায়।

প্রথম দিন: মূল ভাষণ

সম্মেলনের প্রথম দিনে দলের জাতীয় চেয়ারম্যান একজন অস্থায়ী চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সভাপতিত্ব করেন। দর্শকরা গ্যালারিতে ভিড় করেন এবং টেলিভিশন ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকার নেন। দর্শকদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে মূল ভাষণ প্রদানকারী ভাষণ দেয়ার জন্যে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান। এই ভাষণ হলো সম্মেলনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই ভাষণ সাধারণত দিয়ে থাকেন দলের সবচেয়ে অনলবর্ষী বক্তা। এই ভাষণের লক্ষ্য হলো সামনে যে দীর্ঘ নির্বাচনী প্রচারণা রয়েছে, তার জন্যে কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা। মূল বক্তা তার আবেগময় ভাষণে বিরোধী পক্ষের সকল সাফল্য নাকচ করেন এবং একই সংগে নিজের দলের সাফল্য তুলে ধরেন এবং দলীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দ্বিতীয় দিন: প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্র এবং প্লাটফরম

সম্মেলনের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিনে পরিচিতি কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিনিধিদের সম্মেলনে বসার ও ভোট দানের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়।

দলের ককাস ও প্রাইমিারিতে অধিকাংশ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। ককাস হলো সমগ্র রাজ্য জুড়ে এলাকায় এলাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠক, যেখানে দলের তালিকাভুক্ত সদস্যরা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন। প্রাইমারি হলো সাধারণ প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রাথমিক পর্যায়ের নির্বাচন। এক্ষেত্রেও একই লক্ষ্য: গণতান্ত্রিক ধারায় জনগণ কর্তৃক প্রার্থী নির্বাচন।

www.pathagar.com

বিগত বছরগুলোর তুলনায় ১৯৯৬ সালে পার্টি ককাস ও প্রাইমারিতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। বিখ্যাত আইওয়া ককাস অনুষ্ঠিত হয় ১২ই ফেব্রুয়ারি। এটি এই জন্যে বিখ্যাত যে এটি হলো জাতীয় পর্যায়ে কোন প্রার্থীর শক্তি যাচাইয়ের প্রথম পরীক্ষা। এর আট দিন পরে অনুষ্ঠিত হয় আরো গুরুত্বপূর্ণ নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারি।

অন্যান্য বছরের চেয়ে এবার আগেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে। নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারির দুই সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে নিউ ইংল্যান্ড আঞ্চলিক প্রাইমারি। এর মাত্র দুই দিন পর নিউ ইয়র্ক রাজ্যের ভোটাররা রাজ্য জুড়ে প্রাইমারিতে অংশ নেবে। অন্যান্য বারের চেয়ে এবার কয়েক মাস আগেই এটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকল প্রাইমারির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত "সুপার টিউসডে" অনুষ্ঠিত হবে এর মাত্র এক সপ্তাহ পর ১২ই মার্চ। এই দিনটিতে কয়েকটি রাজ্যে এক সংগে প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হবে।

প্রার্থীদের সামনে বিরাট সমস্যা। একই দিনে বেশ কয়েকটি প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হবে বলে অধিকাংশ প্রার্থীর পক্ষে সবকটি রাজ্যে কিংবা অধিকাংশ রাজ্যে প্রচারণা চালানো একটা অসম্ভব ব্যাপার। তাই একমাত্র সমাধান হলো টেলিভিশন বিজ্ঞাপণ। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন বিপুল অর্থ।

যে প্রার্থীর সবচেয়ে বেশী অর্থ রয়েছে, তিনিই প্রাইমারির সবচেয়ে বেশী সুবিধা পেয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, যে প্রার্থীর অর্থবল কম, সে প্রার্থী কম সুবিধা পেয়ে থাকে। এর ফলে তিনি চাঁদাও তেমন আকৃষ্ট করতে পারেননা।

কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলগুলো ককাস ও প্রাইমারিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমর্থন দেয়। এসব ক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের দুটি তালিকা পাঠানো হয় এবং এ সম্পর্কে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে পাঠানো হয় পরিচিতি কমিটির কাছে। অতীতে পরিচিতি নিয়ে বেশ কয়েকবার তিক্ত লড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়:

www.pathagar.com

-- ১৯৭২ সালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সম্মেলনে সাউথ ডাকোটার সিনেটর জর্জ ম্যাকগভার্ন পরিচিতি কমিটির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেন। প্রাইমারিতে প্রতিটি প্রার্থী যে হারে ভোট পেয়েছিলেন, কমিটি সে হারে ক্যালিফোনিয়ার প্রতিনিধি বরাদ্দ করতে চেয়েছিল। ম্যাকগভার্ন সাফল্যের সংগে যুক্তি দেখান যে ক্যালিফোর্নিয়ার নির্বাচনী আইন অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করায় তিনিই রাজ্যের ১৫১ জন প্রতিনিধির সবার ভোট পাওয়ার দাবীদার। তিনি শেষ পর্যন্ত কনভেনশনে মনোনয়ন লাভ করেন।

-- ১৯৫২ সালে জেনারেল ডুয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার জর্জিয়া, লুইজিয়ানা ও টেক্সাস থেকে নির্বাচিত তার প্রতি বন্ধুপ্রতীম প্রতিনিধিদের সমর্থন লাভ করায় রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন লাভ করেন। দলের জাতীয় কমিটি ওহাইও থেকে নির্বাচিত সিনেটর রবার্ট এ টাফ্‌ট-এর সমর্থনকারী প্রতিনিধিদের সম্মেলনে আসন দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

প্রতিনিধিরা আসন নেয়ার পর যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হাতে নেন, তা হলো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে দলের দৃষ্টিভংগি তুলে ধরে একটি প্লাটফরম প্রণয়ন করা। প্লাটফরমে স্থান পাওয়া অধিকাংশ বিষয়ই সম্মেলন শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগেই স্থির হয়ে যায়।

ক্ষমতাসীন দলের প্লাটফরম সাধারণত হোয়াইট হাউসের কর্মীদল প্রণয়ন করে থাকে অথবা তাদের সহায়তায় প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। বিরোধী দল সম্ভাব্য প্রার্থীদের, এবং ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কৃষি, এবং মহিলা ও নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলোর মতামত চেয়ে থাকে। কনভেনশন শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী কয়েক মাসে এসব দল তাদের বক্তব্য পেশ করে।

একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলে বহু আঞ্চলিক ও আদর্শিক উপদল থাকে। এসব উপদলের মধ্যে কনভেনশনে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে লড়াই হতে পারে এবং হয়েছেও। অতীতে এসব বিতর্কিত বিষয়ের মধ্যে ছিল নাগরিক অধিকার ও

www.pathagar.com

ভিয়েতনাম যুদ্ধ। যে প্লাটফরমের ওপর ভিত্তি করে একজন নির্বাচনে লড়বেন তা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের দ্বারা অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে।

তৃতীয় দিন: মনোনয়ন

প্রার্থী মনোনয়নের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের উৎসাহ উদ্দীপনা শিখরে পৌঁছে। উভয় দলেই একজন সফল প্রার্থীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের ভোট পেতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট পদে দলের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে সম্মেলন চেয়ারম্যানের প্রার্থীদের নাম ডাকার মধ্য দিয়ে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

নামের বর্ণানুক্রমে আলাবামার নাম ডাকা হয় প্রথম এবং ওয়াইওমিং-এর নাম ডাকা হয় সবার শেষে। আলাবামা প্রতিনিধি দলের চেয়ারম্যান কোন প্রার্থীকে মনোনীত করতে পারেন অথবা অন্য কোন রাজ্যের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করতে পারেন। রীতি অনুযায়ী বক্তা তার মনোনয়ন ঘোষণা উপলক্ষে আবেগময় ভাষণে প্রার্থীর জীবন, গুণাগুণ, এবং সাফল্য তুলে ধরেন এবং কখনো কখনো ভাষণের একেবারে শেষ পর্যায়ে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। প্রার্থীর নাম ঘোষণার সংগে সংগে শুরু হয়ে যায় হৈচৈ, যা দেখে একজন অজানা লোকের কাছে মনে হবে উৎসাহ উদ্দীপনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। আসলে এই প্রদর্শনীও সযত্নে সাজানো ও সুপরিকল্পিত।

বিগত বছরগুলোতে এই শোভাযাত্রা চলতো দীর্ঘ সময়, কখনো কখনো কয়েক ঘন্টা ধরে আর চেয়ারম্যান শৃঙ্খলা ফেরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে নিস্ফলভাবে হাতুড়ি পিটিয়ে যেতেন এবং সম্মেলন কক্ষের নিরাপত্তা রক্ষীদের আহ্বান জানাতেন মিছিলকারীদের সরিয়ে দিতে। কোন প্রার্থীর জনপ্রিয়তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এসব মিছিল ইচ্ছাকৃতভাবেই দীর্ঘায়িত করা হতো। এখন অবশ্য এই শোভাযাত্রা বেশ নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। এখন প্রতিটি প্রার্থীর জন্যে সাধারণত ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়, যা প্রায়ই মানা হয়না। ডেমোক্রাটিক পার্টি বর্তমানে কোন প্রার্থীর পক্ষে শোভাযাত্রা করা নিষিদ্ধ করেছে। এই শোভাযাত্রার পর মনোনয়ন সমর্থন করে বক্তৃতা দেওয়া

www.pathagar.com

হয়। সকল প্রার্থীর মনোনয়ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নাম ডাকা চলতে থাকে।

এর পর শুরু হয় ভোট দান প্রক্রিয়া। আবার রাজ্যগুলোর নাম ডাকা হয় বর্ণানুক্রমে। নাম ডাকার সংগে সংগে প্রতিনিধি দলের চেয়ারম্যান তার প্রতিনিধি দলের ভোট সংখ্যার হিসেব দেন এইভাবে: "মি: চেয়ারম্যান আলাবামা রাজ্য তার -- ভোটের সবকটি দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জন স্মীথের পক্ষে।" প্রতিনিধিদল বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে তার জন্যে বরাদ্দ ভোট ভাগ করেও দিতে পারে। ক্রমশঃ প্রাইমারি নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ায় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই কোন্ প্রার্থী সুস্পষ্টভাবে এগিয়ে রয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ১৯৫২ সালের পর থেকে রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট কোন দলের কনভেনশনেই দ্বিতীয়বার ভোট নিতে হয়নি।

কনভেনশনের কার্যাবলীতে একজন প্রার্থী কি ভূমিকা পালন করেন? খুব সামান্যই, যদিও তারা মোবাইল ইউনিট, টেলিফোন ও অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জামের মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী কর্মীদের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। মনোনয়ন শেষ হওয়ার পর প্রতিনিধিদের হর্ষধ্বনি মধ্য দিয়ে তারা তাদের স্বামী বা স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সংগে নিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে মঞ্চে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করে রাখার জন্যে সদা উদগ্রীব থাকে সংবাদ সংস্থা ও টেলিভিশন ক্যামেরাগুলো।

চতুর্থ দিন: ভাইস প্রেসিডেন্ট

সম্মেলনের শেষ দিন মনোযোগ নিবদ্ধ হয় ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন বিষয়ে, যদিও এটা বহুলাংশে একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত ব্যাক্তি ইতিমধ্যেই তার পছন্দের কথা জানিয়ে দিয়েছেন এবং প্রতিনিধিরা তার পছন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন বলে আশা করা হয়। সম্মেলনে অবশ্য মনোনয়নের জন্যে নাম প্রস্তাব করা, বক্তৃতা দান এবং ভোটদান সব কিছুই সম্পন্ন করা হয়।

www.pathagar.com

ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ই বিবেচনা করা হয়। প্রধান বিষয় হলো দলের সবকটি উপদলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা। কোন অঞ্চল বা দলের কোন আদর্শগত উপদল থেকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন লাভ করলে তিনি অপর কোন অঞ্চল বা অন্য কোন উপদল থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দিয়ে দলে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করেন। এভাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভোটার গ্রুপের প্রতি আবেদন রাখেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৬০ সালে উত্তর পূর্বাঞ্চালীয় রাজ্য ম্যাসাচুসেটস-এর জন কেনেডি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বেছে নেন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য টেক্সাসের লিন্ডন জনসনকে। পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চলের জিমি কার্টার ১৯৭৬ সালে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেছে নেন উত্তরাঞ্চলের উদারনৈতিক ওয়াল্টার মন্ডেলকে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত প্রার্থী মনোনয়ন গ্রহণ করে প্রদত্ত ভাষণ প্রদান এবং পরে দলীয় সংহতি তুরে ধরার জন্যে সকল অসফল প্রার্থী এবং দলীয় নেতৃবৃন্দের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

চেয়ারম্যান তার হাতুড়ি পিটিয়ে "অনির্দিষ্টকালের জন্যে" সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এর অর্থ হলো আগামী চার বছরে পরবর্তী সম্মেলন না হওয়া পর্যন্ত কনভেনশন সরকারীভাবে স্থগিত করা হলো।
প্রতিনিধিরা তাদের বাড়ি ফিরে যান এবং শুরু হয় নির্বাচনী প্রচারণার চূড়ান্ত পর্যায়।

=============

লেস্টার ডেভিড ১৩ টি গ্রন্থের রচয়িতা। আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় সাময়িকীগুলোতে তার ১২শ'র বেশী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার, সাবেক ফার্স্ট লেডি প্যাট নিক্সন, ও পরলোকগত সিনেটর রবার্ট এফ কেনেডির জীবনী।
আইরিন ডেভিড একজন প্রাক্তন সাংবাদিক। তিনি তার স্বামীর সংগে একত্রে সাময়িকীতে বেশ কিছু নিবন্ধ এবং তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় দলগুলো কেন সীমিত সাফল্য অর্জন করে

ডেভিড পিটস
স্টাফ রাইটার, ইউএসআইএ

(এক শতাব্দীরও অধিক সময় ব্যাপী ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান এই দুটি দল যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। বক্ষমান নিবন্ধে ডেভিড পিটস এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান নির্বাচনে তৃতীয় দলের প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনার মূল্যায়ন করেছেন।)

আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষেরা রাজনৈতিক দলের কোন চিন্তাভাবনা করেননি। তবে নির্বাচক মন্ডলী সম্প্রসারণের সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। ১৮২০-এর দশকের শেষ ভাগে দুটো রাজনৈতিক দল ডেমোক্র্যাট এবং হুইগ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে।

১৮৫০-এর দশকে রিপাবলিকান নামে একটি তৃতীয় রাজনৈতিক দল দাস প্রথার বিরোধিতা করার কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু দ্বিদলীয় পদ্ধতি অব্যাহত থাকে, কারণ রিপাবলিকানরা হুইগদের স্থান দখল করে নেয়। হুইগ দলের পক্ষে সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ছিলেন জ্যাকারি টেলর যিনি ১৮৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। হোয়াইট হাউসে তাদের প্রার্থীকে প্রেরণ করতে

www.pathagar.com

রিপাবলিকান দলের সময় লেগেছিল মাত্র ছ'বছর। ১৮৬১ সালে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রথম রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৮৫২ সাল হতে নির্বাচিত সকল আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হয় ডেমোক্র্যাট নয় রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী ছিলেন। বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বহু সংখ্যক দলই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এই দুটি দলই -- ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান-- আমেরিকার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও এর কোন ব্যতিক্রম হবেনা। ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী বিল ক্লিনটন এবং রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী বব ডোলই নির্বাচনী প্রচারণায় প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবেন।

অবশ্যি, এ বছর রিফর্ম পার্টি নামে একটি দল একটি সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এই দল কোটিপতি ব্যবসায়ী রস পেরোকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে মনোনয়ন দিয়েছে। রিফর্ম পার্টি এবং পেরো সংবাদমাধ্যমগুলোর যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষন করলেও প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার লক্ষ্যে তৃতীয় দলের প্রচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রে খুবই সামান্যই সাফল্য লাভ করেছে।

এটা কেন হয় এই ভেবে যেসব বিদেশী পর্যবেক্ষক অবাক হন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এবং দেশটির রাজনৈতিক পদ্ধতির মাঝে এর উত্তর খুঁজে পাবেন। "আমেরিকান থার্ড পার্টিজ সিন্স দ্য সিভিল ওয়ার" শীর্ষক গ্রন্থের লেখক স্টিফেন রকউড তার বইতে যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় দলগুলো কেন ব্যর্থ হয়েছে, তার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। এ সব কারণ হচ্ছে:

-- যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তি হচ্ছে "বিজয়ী সব ভোট পাবে", এতে

www.pathagar.com

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কোন স্থান নেই।

-- বিভিন্ন স্বার্থ ও আদর্শগত বিষয়গুলোকে একই "ছাতার" তলে আনার জন্যে দুটো দলের কাজ করার এক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে। এই কারণেই তৃতীয় দলগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা।

-- সংবাদমাধ্যমগুলোও সাধারণত অসংখ্য ছোট দলের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে দুটো বড় দল ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের ওপরই অধিকতর মনোনিবেশ করে থাকে।

"এনসাইক্লোপেডিয়া অব থার্ড পার্টিজ"-এ আর্ল ক্রুশেক উল্লেখ করেছেন যে, আমেরিকার দ্বিদলীয় পদ্ধতির শেকড় বৃটিশ ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রোথিত। বৃটিশ নির্বাচন পদ্ধতিও "বিজয়ী সব ভোট পাবে" (উইনার টেক অল)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, উভয় দেশেই দুটি দল "প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে, যার আংশিক কারণ হচ্ছে নির্বাচন পদ্ধতি।"

যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু সংখ্যক তৃতীয় দল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে বামপন্থী আমেরিকান কমুনিস্ট পার্টিসহ মধ্য ও ডানপন্থী বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক দল। তবে খুব স্বল্প সংখ্যক দলেরই তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় দলগুলো থেকে মাত্র চারজন উল্লেখযোগ্য প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

১৯৪৮ সালে দুই জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীকে চ্যালেঞ্জ করেন। ঐ সময় রিপাবলিকান প্রার্থী ছিলেন টমাস ডিউয়ি এবং ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ছিলেন তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস, ট্রুম্যান।
তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বর্তমানে সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত সিনেটর স্ট্রম থারমন্ড। তিনি ডিক্সিক্র্যাটস অথবা স্টেটস রাইটস পার্টি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এটা ছিল বিদ্রোহী ডেমোক্র্যাটদের একটি অংশ যারা বর্ণভিত্তিক

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নতার সমর্থক। অপর পক্ষে প্রোগ্রেসিভ পার্টির প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাংকলিন ডি. রুজভেল্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট হেনরি ওয়ালেস। থারমন্ড দক্ষিণাঞ্চলে ২২ শতাংশ ভোট লাভ করেন যেখানে তিনি প্রচারণা চালিয়ে ছিলেন। ওয়ালেস মাত্র দুই শতাংশ ভোট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সব প্রার্থী রিপাবলিকান প্রার্থীর তুলনায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর জন্যে বেশী ক্ষতি করলেও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানই এই চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হন।

১৯৬৮ সালে বর্ণের ভিত্তিতে পৃথকীকরণের সমর্থক আলাবামা রাজ্যের গভর্নর জর্জ ওয়ালেস আমেরিকান ইনডিপেনডেন্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ওয়ালেস ১৩.৮ শতাংশ ভোট লাভ করেন। মনে করা হয় যে তিনি ডেমোক্র্যাট হিউবার্ট হামফ্রে এবং রিপাবলিকান নিক্সন উভয়েরই ভোটে ভাগ বসিয়েছিলেন। রিচার্ড নিক্সন স্বল্প ভোটের ব্যবধানে ঐ নির্বাচনে জয় লাভ করেন।

১৯৮০ সালে ইলিনয় অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ন্যাশনাল ইউনিটি মুভমেন্ট দলের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ধারণা করা হয়েছিল যে মধ্যপন্থী অ্যান্ডারসন ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী প্রেসিডেন্ট কার্টার এবং রিপাবলিকান প্রার্থী রোনাল্ড রেগ্যানের ভোট কেড়ে নেবেন। কিন্তু রেগ্যানের বিপুল বিজয়ের পথে তিনি কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারেননি।

১৯৯২ সালে "ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড আমেরিকা" দলের পক্ষে রস পেরো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি ১৯ শতাংশ ভোট লাভ করেন। তার এই ভোট লাভ সম্ভবত রিপাবলিকান প্রার্থী প্রেসিডেন্ট বুশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী বিল ক্লিনটনকে নির্বাচনে জয় লাভ করতে সহায়তা করেছিল।

১৯৯২ সালে রস পেরোর পার্টি সংগঠন ছিল ছোট। এ বছর তিনি একটি জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন হিসেবে রিফর্ম পার্টিকে গড়ে তুলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি পূর্বের তুলনায় বেশী লাভবান হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। পার্টির মুখপাত্র মিস শ্যারন

www.pathagar.com

হলম্যানের মতে “এই পার্টি দীর্ঘস্থায়ীত্ব লাভের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্থায়ী এবং কার্যকর তৃতীয় রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা।”

এ বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিফর্ম পার্টি এবং এর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী যে প্রভাবই বিস্তার করুক না কেন, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নির্বাচনে তার প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত নগন্য। আর বর্তমানের জনমত জরিপগুলোতে দেখা গেছে যে, পেরো ১৯৯২ সালের তুলনায় এবার কম ভোট পাবেন।

ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় কংগ্রেসের নির্বাচনে তৃতীয় দলগুলোর খুব সামান্যই প্রভাব রয়েছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেশনাল নির্বাচনী এলাকাগুলোতে নির্বাচনী প্রচারণা চালাবার মত অর্থ এবং সম্পদ শুধুমাত্র দুটো বড় দলেরই রয়েছে। এবং এই ধারা পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি পরিষদে কেবল মাত্র একজন স্বতন্ত্র সদস্য আছেন। তিনি হলেন ভারমন্ট অঙ্গরাজ্য হতে নির্বাচিত সমাজতন্ত্রী বার্নাড স্যান্ডারস। যুক্তরাষ্ট সিনেটে কোন স্বতন্ত্র বা তৃতীয় দলের নির্বাচিত সদস্য নেই।

রস পেরো যদি ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হতেনও, তাহলে তাকে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক দলের বিধায়কদের সমন্বয়ে গঠিত এক কংগ্রেসের মোকাবেলা করতে হত। মুখপাত্র হলম্যান বলেন, রিফর্ম পার্টি কংগ্রেসে এবং প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে দ্বিদলীয় প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করতে চায়, তবে এটা করার মত তাদের সম্পদ নেই।

হলম্যান বলেন, সে কারণে রিফর্ম পার্টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেই মনোনিবেশ করবে এবং রিফর্ম পার্টির নীতিমালাকে সমর্থনকারী রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদেরকে সমর্থন জানাবে। তারা এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকারও ব্যক্ত করবে যে, তারা কোন রকম নেতিবাচক প্রচারণায় লিপ্ত হবেনা। তিনি বলেন, তবে রিফর্ম পার্টি ভবিষ্যতে কংগ্রেস ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদের নিজস্ব প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবে।

www.pathagar.com

তবে অধিকাংশ পর্যবেক্ষই মনে করেন, ইতিহাস যদি কোন নির্দেশনা দিয়ে থাকে, তাহলে রিফর্ম পার্টির যাত্রাপথ হবে বন্ধুর ও দূর্গম।

উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক দল বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ জন বিব্বি বলেন, "অধিকাংশ তৃতীয় দল একটি মাত্র নির্বাচনে বেশ সাড়া জাগায়, তারপর বিলীন হয়ে যায়, এর মৃত্যু ঘটে অথবা কোন বড় দলের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।" ১৯৯৬ সালের নির্বাচন যে এই মূল্যায়নকে পরিবর্তন করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

============

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযানে পররাষ্ট্র বিষয়

স্টিফেন হেস

প্রধানত অভ্যন্তরীণ ইস্যু নির্ভর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রাজনীতিতে বৈদেশিক নীতির বিষয় স্থান পাওয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে হেস বলেন, "এটা ঘটতে পারে নির্বাচনের সময় যদি কোন সংকট দেখা দেয় অথবা সৈন্য বা জিম্মি প্রশ্ন যদি আমেরিকান নাগরিকদের সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট করে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরিণত হয়, তখনই।" তিনি বলেন যে অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে বৈদেশিক বিষয়ে ভোটাররা কম ওয়াকেফহাল হলেও তারা যখন কোন আন্তর্জাতিক বিষয়ে আগ্রহী হয়, তখন তারা গভীরবাবেই মনোযোগী হয়। ১৯৯২ সাল থেকে হেস ওয়াশিংটনে ব্রুকিংস ইনস্টিটিউটে গভর্নমেন্টাল স্টাডিজ-এ সিনিয়র ফেলো হিসেবে কাজ করছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের বক্তৃতা রচয়িতা, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নগর বিষয়ক উপ সহকারী, এবং প্রেসিডেন্ট কার্টারের নির্বাহী দফতরের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি "দি প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যামপেইন," "অরগাইজিং দি প্রেসিডেন্সি," এবং "প্রেসিডেন্টস অ্যান্ড দি প্রেসিডেন্সি" সহ ১৫টি গ্রন্থের রচয়িতা।

গত সেপ্টেম্বরের প্রথম রোববার প্রেসিডেন্ট যখন ইরাকের ওপর ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর আদেশ দিচ্ছিলেন, তখন রবার্ট ডোল সাদ্দাম হোসেনকে মোকাবিলায় বিল ক্লিনটনের দুর্বল নেতৃত্বের সমালোচনা করছিলেন। পরের দিন ক্ষেপণাস্ত্রগুলো যখন লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানলো, তখন রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বললেন যে ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার সমালোচনা ভুল ছিল এবং তিনি

www.pathagar.com

"কোন প্রকার দ্বিধা বা আপত্তি ছাড়াই" আমেরিকান বাহিনীর প্রতি তার সমর্থন জানালেন। রিফর্ম পার্টির রস পেরো অবশ্য প্রেসিডেন্টকে সমর্থন জানাতে অস্বীকার করলেন এই বলে যে "যুদ্ধ রাজনীতিবিদদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার এবং ভোটে সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্র নয়।" বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে পররাষ্ট্র নীতি আরেকবার আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের একটি ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই কারণে যে আমেরিকান ভোটাররা অন্তর্মুখী মনোভাবসম্পন্ন এবং দেশীয় বিষয়গুলো, বিশেষকরে অর্থনীতির অবস্থার দ্বারাই যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ নির্বাচনের ফলাফল নিরূপিত হয়। ১৯৯২ সালে ক্লিনটনের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ম্যানেজার জেমস কারভিল যখন তার স্বভাব সিদ্ধ বর্ণাঢ্য ভাষায় কর্মীদের হুঁশিয়ার করে দেন যে "অর্থনীতিই হলো আসল প্রশ্ন" তখন তিনি আমেরিকান রাজনীতির একটি বহুল প্রচলিত উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেন।

ক্লিনটন সাধারণভাবে বিশ্ব বাণিজ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বিতর্ককে বৈদেশিক বিষয় থেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই বৈদেশিক বিষয়ের প্রাধান্য ছিল প্রথমে রোনাল্ড রেগানের সময়ে এবং পরবর্তীকালে জর্জ বুশের সময়ে। ১৯৮০ ও ১৯৮৪ সালে রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী রেগানকে মনে হতো তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নির্বাচন করছেন। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় বুশের রেটিং উঠেছিল ৯০। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে, যেখানে প্রধানত দেশীয় বিষয়ের প্রধান্য থাকে, সেখানে বিভিন্ন উপায়ে পররাষ্ট্র ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিজেদের স্থান করে নেয়।

প্রথম উপায়টি হলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান কালে দেখা দেয়া কোন সংকট, যেমনটি হলো এ বছর একটি কুর্দী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ইরাকের সামরিক হামলার ঘটনায়। ১৯৫৬ সালে ডুআইট আইজেনহাওয়ার এবং আদলাই স্টিভেনসনের মধ্যকার নির্বাচনী যুদ্ধের সময় দুটি আন্তর্জাতিক সংকট দেখা দেয়। একটি হলো হাংগেরীতে গণ অভ্যুত্থানের এবং অপরটি হলো মিশরের ওপর

www.pathagar.com

ইসরাইল, ফ্রান্স এবং বৃটেনের আক্রমণ। ক্ষমতা প্রত্যাশী সব প্রার্থী তথাকথিত "অক্টোবর বিস্ময়ের" ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকেন কেননা এমন কোন সংকট দেখা দিলে জাতি জাতীয় পতাকাতলে, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন প্রার্থী, যিনি আবার দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, তার পেছনে সমবেত হয়।

দ্বিতীয় উপায়, পররাষ্ট্র বিষয় নির্বাচনী ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় তখনই যখন সৈন্য ও জিম্মির প্রশ্ন আমেরিকান নাগরিকদের সরাসরি সংশ্লিষ্ট করে অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে পরিণত হয়। সাম্প্রতিককালের এমন কয়েকটি উদাহরণ হলো কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং ১৯৭৯ সালে ইরানীদের আমেরিকান দূতাবাস দখল। এসব ঘটনা ১৯৫২ সালে আইজেনহাওয়ারের নির্বাচনে, ১৯৬৮ সালে লিন্ডন জনসন কর্তৃক নির্বাচনে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তে, ১৯৭২ সালে রিচার্ড নিক্সনের পুনর্নির্বাচনে এবং ১৯৮০ সালে জিমি কার্টারের পরাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

তৃতীয় উপায়, কোন প্রার্থীর ভুল, যেমন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড এবং সিনেটর ব্যারি গোল্ডওয়াটার করেছিলেন। ১৯৭৬ সালে কার্টারের সংগে বিতর্কের সময় ফোর্ড পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েট আধিপত্য সম্পর্কে ভুল তথ্য দেন। ১৯৬৪ সালে ভিয়েতনামে পারমাণবিক বোমা ফেলে বৃক্ষশূন্য করে ফেলা সম্পর্কে রিপাবলিকান প্রার্থী ব্যারি গোল্ডওয়াটার অযাচিতভাবে যে ব্যাখ্যা দেন, তা তাকে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপকারী হিসেবে চিত্রিত করে।

চতুর্থ উপায়, প্রার্থীরা জানেন যে আমেরিকান ভোটারদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের কাছে কিছু কিছু দেশ বিশেষ অর্থ বহন করে। ১৯৯৯ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস জেরুসালেমে সরিয়ে আনার জন্যে ডোলের প্রস্তাব ইহুদী-আমেরিকানদের আকৃষ্ট করে, অন্যদিকে আলস্টার শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের হস্তক্ষেপ আইরিশ-আমেরিকানদের কাছে প্রশংসিত হয়। ক্যাস্ট্রোর কিউবার সংগে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ফ্লোরিডায়, যেখানে বিরাট সংখ্যক ভোট রয়েছে, সেখানে প্রভাব বিস্তার করে। তেমনিভাবে মেক্সিকোর সীমান্ত সংলগ্ন অংগ রাজ্যগুলোতে অভিবাসন সমস্যার বিশেষ অর্থ রয়েছে।

www.pathagar.com

পঞ্চম উপায়, কখনো কখনো প্রার্থীরা নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের কারণে পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রশ্ন তোলেন। বেশ কেছু সংখ্যক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সিনেট বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটি অথবা সশস্ত্র বাহিনী বিষয়ক কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন। জর্জ বুশ চীনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচারক ছিলেন। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার সংঘাত সম্পর্কে সিনেটর ডোলের দীর্ঘ দিন ধরেই জোরালো অভিমত রয়েছে। তিনি বসনিয়ায় নির্বাচন বিলম্বিত করার আহবান জানিয়ে দাবী করেছিলেন যে এই নির্বাচন হবে জালিয়াতিপূর্ণ, যে জালিয়াতির ওপর আমেরিকান অনুমোদনের সিল মোহর থাকবে।

ষষ্ঠ উপায়, প্রার্থীরা নিজ নিজ দলের রাজনেতিক কর্মসূচী বা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে দলীয় নীতি অবস্থানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভোটাররা কেন রিপাবরিকান, ডেমোক্র্যাট বা অন্য কোন দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা ব্যাখ্যা করা যায় দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে সত্যিকারের পার্থক্যের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯৬ সালে রিপাবলিকানরা প্রতিরক্ষা ব্যয় সংকোচনের পরিবর্তে ব্যয় বৃদ্ধির অংগীকার করেছেন। অন্য দিকে ডেমোক্র্যাটরা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে পেন্টাগন যা চাইছে, রিপাবলিকানরা প্রতিরক্ষা খাতে তার চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করতে চায়। (রিফর্ম পার্টির প্ল্যাটফর্মে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচিত হয়নি।)

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী রাজনীতিতে যদি পররাষ্ট্র বিষয় কখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, তাহলে তা ব্যাখ্যা করার সময় কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। এই বিষয়গুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র কখনো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় পররাষ্ট্র বিষয় নিয়ে দায়িত্বপূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে দেখেনি। আমেরিকান ভোটাররা বৈদেশিক বিষয়ে তেমন ওয়াকেফহাল নয়। বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে আমেরিকান ভোটারদের আগ্রহ শান্তির জন্যে মৌলিক আকাঙ্খার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে বৈদেশিক বিষয়ের চূড়ান্ত রূপ হলো: দেশকে যুদ্ধের কবল থেকে বের করে আনা বা দেশকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখা কার পক্ষে বেশি সম্ভব।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার মতো অত্যন্ত টেকনিকাল বিষয় এবং এমন কি কোন বিস্ফোরনমুখ পরিস্থিতি, কিন্তু তাতে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই, এমন বিষয়ের ওপর নির্বাচনী জনমত গড়ে ওঠে না। বৈদেশিক বিষয়ে প্রার্থীদের আবেদন মৌলিক, এমনকি সেকেলে। ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যেমন বলেছিলেন, "আমি একথা আগেও বলেছি, কিন্তু আমি তা বারবার বলবো : আপনাদের ছেলেদের বিদেশের কোন যুদ্ধে পাঠানো হবেনা।"

দেশীয় বিষয়ের চেয়ে বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে ভোটারদের আগ্রহ এবং জানাশোনা কম থাকলেও একটা বিষয় স্পষ্ট যে কোন আন্তর্জাতিক ইস্যুর ব্যাপারে তারা যদি আগ্রহী হয়, তখন তারা ভালভাবেই মনোযোগ দেয়। বৈদেশিক নীতি যখন ভোটারদের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তখনই তা প্রধান নির্বাচনী ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। ভিয়েতনামে আমেরিকান সংশ্লিষ্টতা ছিল এমনই একটি ইস্যু। রস পেরো নাফতায় (উত্তর আমেরিকা অবাধ বাণিজ্য চুক্তি) এবং গ্যাটে (শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি) আমেরিকার অংশগ্রহণকে তেমন আরেকটি নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করতে চাইবেন।

সিনেটর ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহানের অভিমত হলো: " নির্বাচন কদাচিৎ আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত।" অনেকেই তার সংগে একমত। রাজনৈতিক প্রচারাণায় ইস্যুগুলোকে অতিসরলীকরণ করা হয়, অতি নাটকীয় রূপ দেয়া হয় এবং এগুলোকে ঘিরে ভয়াবহ বিপর্যয়ের চিত্র আঁকা হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান সরকারী নীতির সুষম ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার বাহন হবে, বাস্তবে এমনটি আশা করা উচিত হবে না। এই অভিমত যদিও অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক, উভয় ইস্যুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবুও বৈদেশিক বিষয়গুলো তাদের জটিলতা, গোপনীয়তার কড়াকড়ি এবং ভোটারদের সীমিত জ্ঞানের কারণে আরো বেশি দুর্জ্ঞেয়। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের একটি সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে এভাবে বলা যায়: নির্বাচনী প্রচারণায় কোন ইস্যুই সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয়না। এগুলোর মধ্যে বৈদেশিক ইস্যুগুলোর অবস্থা হয় সবচেয়ে খারাপ।

www.pathagar.com

আমেরিকান রাজনীতির অবয়ব বা প্রকৃতিতে এমন কোন পরিবর্তন আসেনি যাতে এই ধারণা করা যেতে পারে যে ভবিষ্যতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় বৈদেশিক ইস্যুগুলো কম বা বেশি করে স্থান পাবে। এটাও বলা যায় না যে এই ইস্যুগুলো অতীতের চেয়ে আরো বেশি দায়িত্বশীলভাবে আলোচিত হবে। পরিহাসের ব্যাপার এই যে প্রার্থীরা বৈদেশিক বিষয়ে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তার সংগে প্রেসিডেন্টদের বাস্তবে যে সব বৈদেশিক সংকটের মোকাবিলা করতে হয়, সেগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। সাম্প্রতিক ইতিহাস বিচার করে দেখা গেছে যে ভোটারদের স্বার্থ আরো ভালভাবে রক্ষিত হতো যদি প্রার্থীরা এমন সব প্রশ্নের জবাব দিতেন: কোন বৈরী শক্তি যদি কিউবায় আক্রমণাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে অথবা উত্তর কোরিয়া যদি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করে অথবা বসনিয়ায় মুসলমান ও সার্বদের মধ্যে যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তখন আপনি কি করবেন? দুর্ভাগ্যের কথা এই যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থীরা এ ধরনের কাল্পনিক প্রশ্নের জবাব দেন না। যদি তারা দিতেন, তা হলে ফলাফল আরো আগ্রহোদ্দীপক হতো এবং বর্তমানকালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণাকালে বৈদেশিক বিষয় নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দেয়, তার চেয়ে নিশ্চিতভাবেই বেশি কাজে আসতো।

===========

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের একটি কাউন্টি ভোটারদের জন্যে তৈরী হচ্ছে

জিম মোরিস

(কোন নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধে পরিচালনার জন্যে অনেক কাজ করতে হয়। দ্য শার্লট অবজারভার পত্রিকার রাজনৈতিক প্রতিবেদক বক্ষমান নিবন্ধে নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের একটি কাউন্টির নির্বাচন প্রস্তুতির বর্ণনা দিচ্ছেন)

ছাব্বিশ বছর ধরে মেকলেনবার্গ কাউন্টির নির্বাচন পরিচালনা করার পরও বিল কাল্প এখনও প্রতিটি নির্বাচনের পূর্বে অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়েন। নির্বাচন-পূর্ব রাতে তিনি প্রায় ঘুমোতেই যাননা। ভোর সাড়ে পাঁচটায় তিনি তার অফিসে পৌছান এবং ডিম, বেকন ও জইয়ের তৈরী খাবার দিয়ে কোন রকম নাস্তা সেরে নেন। তারপর বেতার অথবা টেলিভিশনের একটি সাক্ষাৎকারের জন্যে তিনি কয়েক মিনিট সময়

www.pathagar.com

নেন।

পরিশেষে সকাল সাড়ে ছ'টায় নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়, ভোটাররা তাদের ভোট দেয়া শুরু করেন আর তখনই সত্যিকার অর্থে শুরু হয় বিল কাল্পের লম্বা দিন।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে কাল্প ও অন্যান্য কোটি কোটি আমেরিকানের জন্যে নির্বাচনের দিনটি গণতন্ত্রের ম্যারাথন দৌড়ে এক চূড়ান্ত সময়। আর এই দৌড়ে শুধুমাত্র প্রার্থীরাই যে সবচেয়ে আগে গন্তব্যে পৌঁছুনোর চেষ্টা করছে তা নয়।.

রাজনৈতিক দলসমূহ, প্রচার স্বেচ্ছাসেবী এবং বিপুল অর্থের বিনিময়ে নিয়োজিত কনসালটেন্টরা সবাই ভোটারদের কাছে প্রার্থীদের তুলে ধরার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা পালন করে। তবে ভোটাররা যখন চূড়ান্তভাবে ভোট দিতে যান, তখন তারা ঠিকমত ভোট দিচ্ছেন কি না, সেগুলো যথাযথভাবে এবং অবাধে গণনা করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নির্বাচনী কর্মীদের।

এই কাজের কেন্দ্র বিন্দুতে আছেন বিল কাল্পের মত মানুষ। তিপ্পান্ন বছর বয়স্ক বিল কাল্প তার জীবনের অর্ধেকেরও বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন এই কাজ করে। তিনি মেকলেনবার্গ কাউন্টির নির্বাচন পরিচালক। এখানে প্রায় ছয় লাখ লোক বাস করে আর নর্থ ক্যারোলাইনার বৃহত্তম নগর শার্লট এই কাউন্টিতেই অবস্থিত। তার চৌদ্দ জন পূর্ণ সময়কালীন কর্মচারী রয়েছে।

হাই স্কুলের ইতিহাসের ভূতপূর্ব শিক্ষক এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কাল্পের মাথায় টাক গজাচ্ছে, তার মুখে হাসি লেগেই আছে আর আছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্যে রয়েছে তার অশেষ উৎসাহ।

কাল্প বলেন, "আমি আমার ভূমিকাকে মূলত এমন একজন ব্যক্তির ভূমিকা হিসেবে দেখি যে আস্থার একটি পদে কাজ করছে। আমি মনে করি এই পদে কাজ করতে হলে জনগণ এবং প্রার্থীদের আস্থা অবশ্যই পদধারীর ওপর থাকতে হবে।

www.pathagar.com

রাজনীতির জগতে অনেক অবিশ্বাস রয়েছে।"

কাল্প নিজের দেশের বাইরেও রাজনীতির বিশ্বকে অবলোকন করেছেন। এ বছর তিনি পররাষ্ট্র দফতরের অতিথি হিসেবে জর্দান সফর করেন এবং সেখানকার নির্বাচনী কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেন। এই সুযোগে তিনি ইসরায়েলের নির্বাচন দেখার জন্যে সেই দেশটিও সফর করেন। এদিকে চিলি, অস্ট্রিয়া, পানামা এবং নিউ জিল্যান্ডের মত দেশের কর্মী, সরকারী কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকদের প্রতিনিধি দল তার সাথে সাক্ষাত করেছেন।

কাল্প বলছেন বিদেশীদের সাথে কথা বলে তিনি জানতে পেরেছেন যে, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকবৃন্দ আমেরিকার দ্বিদলীয় পদ্ধতির কথা জানতে পেরে বেশ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। তারা আমাদের ভোটের নিয়মাবলী জানতে আগ্রহী যেটা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিভিন্ন রকম। আমেরিকান নির্বাচনে গণমাধ্যমগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সেটা দেখে তারা ভীষন অবাক হয়ে যান। আর আমেরিকান নির্বাচন পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে তারা সেটা জানতেও আগ্রহী।

আমেরিকান নির্বাচন পদ্ধতি স্থানীয় পর্যায়ে কিভাবে কাজ করে মেকলেনবার্গ কাউন্টি তার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। এই কাউন্টি ১৬০টি মহল্লায় বিভক্ত। প্রত্যেক মহল্লার ভোট কেন্দ্র কোন একটি চার্চ, স্কুল অথবা কোন কমুনিটি সেন্টারে অবস্থিত। যে কোন নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কর্মীরা ৯৭৫টি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন সরবরাহ করে থাকে। মহল্লার জনসংখ্যা এবং ভোটার উপস্থিতির সংখ্যা অনুযায়ী এই মেশিন বিতরণ করা হয়ে থাকে।

নির্বাচনের দিন সকালে ৩৬৫,০০০ ভোটারকে সব রকম সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১০০০ কর্মী সমবেত হয়। এ সব কর্মীর মধ্যে আছেন দক্ষিণ শার্লট জেলার শাখা জজ আটত্রিশ বছর বয়স্ক রিচার্ড মিলস। অন্যান্য জজদের মত তিনি কয়েকজন সহকর্মীর কাজ তদারক করেন যাদের মধ্যে একজন রিপাবলিকান জজ এবং একজন ডেমোক্র্যাট জজও অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলসমুহ এবং কাউন্টি নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক বাছাইকৃত শাখা জজদের কাজ হচ্ছে এটা নিশ্চিত করা যে ভোটাররা সঠিকভাবে নাম লিখাচ্ছেন এবং তাদের নির্দিষ্ট ভোটিং এলাকার জন্যে প্রযোজ্য সঠিক ব্যালট পেপারটি পাচ্ছেন।

বিচারক মিলস বলছেন, "জনগণ যাতে ভোট দেয়ার জন্যে আসেন সেটা নিশ্চিত করা এবং সব কিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা একটা যথার্থ কাজ।" নির্বাচনের দিন পনেরো ঘন্টা কাজের জন্যে তাকে ১৬০ ডলার প্রদান করা হয়ে থাকে।

সব কিছু সুষ্ঠুভাবে করার দায়িত্ব হচ্ছে প্রধান নির্বাচনী অফিসে অবস্থিত ত্রিশ জন কর্মীর। তারা সারাদিন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মী অথবা ভোটারদের টেলিফোনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন।

কাউন্টি নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দও নির্বাচনের দিনে কর্মরত থাকেন। তারা বিভিন্ন কাজের তদারক করেন, বিরোধ নিস্পত্তি করে থাকেন এবং নির্বাচনের দিনে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় অনুপস্থিত ভোটারদের প্রদত্ত ভোট গণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কাল্প ও তার সহকর্মীরা হচ্ছেন স্থানীয় সরকারের পেশাদার কর্মচারী। আর তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী বোর্ডের সদস্যবৃন্দ দুই বছরের মেয়াদে রাজনৈতিক নিয়োগ পেয়ে থাকেন। কারণ নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গ রাজ্যের গভর্নর হলেন ডেমোক্র্যাটিক দলীয়, নির্বাচনী বোর্ডের তিন জন সদস্যের মধ্যে দুই জনই ডেমোক্র্যাট। তবে নির্বাচন তদারকের ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনা।

নির্বাচনী বোর্ডের একমাত্র রিপাবলিকান সদস্য বিলি মিলার বলেন, "মেকলেনবার্গ কাউন্টিতে আমরা এ জন্যে ভাগ্যবান যে, আমরা সব সময়ই সমাজের মঙ্গলকে দলীয় রাজনীতির উর্ধে রাখার অভিলাষ পোষন করে থাকি।"

নির্বাচনের দিনে প্রচারণায় নিযুক্ত কর্মীরা যখন ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের আনতে ব্যস্ত, কাল্প তখন অন্যান্য সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকেন। তিনি তখন তার গাড়িতে করে তার স্টাফদের নিয়ে কোন রকম নিয়ম লংঘন যাতে না হয় সেটা

www.pathagar.com

নিশ্চিত করেন। যে কোন ভোট কেন্দ্রের পঞ্চাশ ফুট এলাকার মধ্যে সব রকম প্রচারণা নিষিদ্ধ।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হয়। রিচার্ড মিলস এবং অন্যান্য সকল শাখা জজবৃন্দ প্রত্যেকটি ভোটিং মেশিন হতে সেই কার্টিজটি বের করে ফেলেন যেটা দিয়ে প্রতিটি ভোটে ছাপ দেয়া আছে। এই সব কার্টিজ একটি বিশেষ বাক্সে তালা মেরে রাখা হয় এবং নির্বাচনী অফিসে হস্তান্তর করা হয় যেখানে ছাপগুলো এবং ভোট কমপিউটারের মাধ্যমে গণনা করা হয়। ফলাফল খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে এই ফলাফল নির্বাচনী বোর্ডের ইন্টারনেটেও সরবরাহ করা হয়।

একই ধরণের প্রক্রিয়া নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের নিরানব্বইটি কাউন্টি এবং সমগ্র দেশের সকল অঙ্গরাজ্যেই ঘটে থাকে। কাম্প বছরে দুটি অথবা তিনটি নির্বাচন তদারক করে থাকেন (জোড় সংখ্যার বছরগুলোতে হয় অঙ্গরাজ্য ও জাতীয় নির্বাচন এবং বিজোড় সংখ্যার বছরগুলোতে হয় পৌর সভার নির্বাচন)। ভোট গ্রহণের সমাপ্তি হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝে সাময়িক বিরতি, নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি নয়। ভোটার রেজিস্ট্রেশন (তালিকাভুক্ত করা) যেমন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া তেমনি অপর একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হচ্ছে নির্বাচনের দিনের জন্যে সাময়িক কর্মীদের নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণ। কাম্প নির্বাচনের ব্যাপারে জনগণকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। এ জন্যে তিনি নিয়মিত ভাবে স্কুল এবং বিভিন্ন নাগরিক গ্রুপের সামনে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন।

কাম্পের মত হাজার হাজার আমেরিকান গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন। তারা এটা নিশ্চিত করেন যে, ভোট যাতে প্রদান করা হয় এবং তা গণনা করা হয়। প্রার্থীরা তাদের নিজের পক্ষে এবং তাদের বিরোধীদের বিপক্ষে ভোট প্রদানের জন্যে বেতার তরঙ্গে অহরহ ঝড় তুলে থাকেন। সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশন কেন্দ্রগুলো প্রার্থীদের বক্তব্য ভোটারদের সামনে তুলে ধরার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করে থাকে। প্রার্থীদের বক্তব্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য সে সম্পর্কেও সংবাদমাধ্যমগুলো প্রচার করে থাকে।

www.pathagar.com

তাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা জনগণকে ভোট দিতে বাধ্য করতে পারেনা।

ভোটারদের উপস্থিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাশাব্যঞ্জক। দৃষ্টান্তস্বরুপ বলা যায়, তিন বছর পুর্বে সাত শতাংশেরও কম সংখ্যক ভোটার মিউনিসিপাল প্রাইমারি নির্বাচনে ভোট দিতে এসেছিলেন। এ বছরের মে মাসে মাত্র উনিশ শতাংশ যোগ্য ভোটার প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। এর আংশিক কারণ সম্ভবত ঐ সময়ের মধ্যে বব ডোল রিপাবলিকান দলীয় মনোনয়ন লাভ করেন এবং বিল ক্লিনটন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডেমোক্র্যাট দলীয় মনোনয়ন লাভ করেন।

কাল্প বলেন, "লোকজন এখানে একটু বেশী ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয় বিবেচনা করেনা বলে আমি কিছুটা হতাশ হই। মানুষজন কিছুটা পরিশ্রান্ত।" ইসরায়েল এবং জর্দানে ভোট দেয়ার সুযোগ পেয়ে লোকজন বেশী উত্তেজিত বলে তিনি মনে করেন।

কাল্প বলেন, "আমরা কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি বলে মনে হয়। আমাদের নেতা নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা আমাদের আগ্রহ কিছুটা হারিয়ে ফেলেছি।"

=============

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বব ডোলকে "মেডেল অব ফ্রিডম"- এ ভূষিত করলেন

বব ডোল

বিদেশের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে শুরু করে কংগ্রেসের বিতর্কস্থল পর্যন্ত বব ডোল সাহসিকতা, নিষ্ঠা এবং সাবলিলতার সাথে দেশের জন্যে কাজ করেছেন। নিজের প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠে তিনি প্রতিবন্ধী এবং আমেরিকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার পথিকৃতে পরিণত হন। তিনি হচ্ছেন সামাজিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের নেতৃত্ব শক্তিশালী করার ব্যাপারে একজন নিষ্ঠাবান প্রবক্তা। আমেরিকার হৃদয়ের গহন মধ্য থেকে উঠে আসা এই ব্যক্তিত্ব যুক্তরাষ্ট্র সিনেটে তার সাধারণ জ্ঞান, অসাধারণ দক্ষতা এবং উচ্চ সমতল ভূমির রসিকতাকে নিয়ে এসেছিলেন। সিনেটে তিনিই ছিলেন ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী রিপাবলিকান নেতা। রাজনীতিবিদ, দেশপ্রেমিক এবং সৈনিক বব ডোল তার কীর্তির এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন, যা আমেরিকাকে মহান করে তোলার চালিকা শক্তি ও মূল্যবোধগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে।

=============

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র মানব ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে: ক্লিনটন

উইলিয়াম জেফারসন ক্লিনটন ১৯৯৭ সনের ২০শে জানুয়ারী দ্বিতীয় দফায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহন করেন এবং "একটি নতুন সম্ভাবনাময় দেশ" গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার জন্যে তার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

নিম্নে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রদত্ত অভিষেক ভাষণের পূর্ণ বিবরণী দেয়া হল:

আমার প্রিয় দেশবাসী:

বিংশ শতাব্দীর এই প্রেসিডেন্টের শেষ অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে চলুন আমরা সেই সব চ্যালেঞ্জের দিকে মুখ ফিরাই যেগুলো আগামী শতাব্দীতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমরা কেবল যে একটি নতুন শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসেছি অথবা সহস্র বছর অতিক্রম করতে পেরেছি এটাই নয়, অধিকন্তু আমরা মানব ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল নতুন সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছি। এই ক্রান্তি লগ্নেই আগামী অনেক দশকের জন্যে আমাদের গতিপথ এবং নৈতিকতা নিরুপিত হবে। আমাদের সনাতন গণতন্ত্রকে চির নবীন করে ধরে রাখতে হবে। একটি সমৃদ্ধিশালী দেশের যে স্বপ্ন আমাদের আদিপিতারা দেখেছিলেন, সেই দূরদৃষ্টিকে অবলম্বন করে আমাদেরকে

www.pathagar.com

আমাদের আদিপিতারা দেখেছিলেন, সেই দূরদৃষ্টিকে অবলম্বন করে আমাদেরকে একটি নতুন সম্ভাবনাময় দেশ গড়ে তুলতে হবে।

সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবাইকে সমানভাবে বানিয়েছেন -- এই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় থেকেই অষ্টাদশ শতকে আমেরিকার সম্ভাবনাময় অগ্রযাত্রা শুরু হয়। এই আত্মপ্রত্যয় উনিশ দশক অবধি ব্যাপ্ত হয়ে বাস্তবতা লাভ করে। এই সময়ে আমাদের জাতি মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ব্যাপ্তি লাভ করে, আমাদের ইউনিয়ন রক্ষা পায় এবং দাসত্বের মত ভয়ানক কালিমা বিলুপ্ত হয়।

এর পর সংঘাত আর সাফল্যের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যাশা আরো পূর্ণতা লাভ করে, যার ফলে বিশ্ব মঞ্চে এই শতাব্দী আমেরিকান শতাব্দী বলে পরিগণিত হয়।

আর, কি চমৎকারই না এই শতাব্দী ছিল আমাদের জন্যে। আমেরিকা বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী শিল্পোন্নত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়; দুটি বিশ্ব যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে আমেরিকা এই পৃথিবীকে রক্ষা করে; এবং যারা আমাদেরই মত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চেয়েছে, সেই সব লক্ষ লক্ষ লোককে সাহায্যের জন্যে আমরা বিশ্বব্যাপী হস্ত প্রসারিত করেছি।

এই চলার পথে আমেরিকানরা একটি বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করতে এবং বৃদ্ধ বয়সে নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে; অপ্রতিদ্বন্দ্বি জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্র এবং সবার জন্যে সরকারী বিদ্যায়তন খুলতে পেরেছে; অনুর বিভাজন ঘটিয়েছে; স্বর্গ লোকের রহস্য উন্মোচনের জন্যে অভিযান চালিয়েছে; কমপিউটার এবং 'মাইক্রোচিপস' উদ্ভাবন করেছে; এবং আফ্রিকান আমেরিকান ও সংখ্যালঘুদের জন্যে অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনে , নাগরিকত্বের চক্র পরিবর্তন করে, মহিলাদের সুযোগ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে বিচারের আঙ্গিনাকে প্রশস্ত করেছে।

এখন এই তৃতীয় বারের জন্যে একটি নতুন শতাব্দী আমাদের দ্বার গোড়ায় এসে হাজির। এবং এখন তাই আমাদের সামনে এসেছে ভালমন্দ বেছে নেয়ার আর

www.pathagar.com

একটি সময়। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের লক্ষ্য ছিল এক উপকূল থেকে আর এক উপকূল পর্যন্ত আমাদের জাতিকে বিস্তৃত করা। মুক্ত ও স্বাধীন উদ্যোগ, পরিবেশ রক্ষা এবং মানবতাবাদি মর্যাদাবোধকে সামনে রেখে শিল্প বিপ্লবের সুফলকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম বিংশ শতাব্দী। এ সব লক্ষ্য আমাদের জন্যে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে একটি মুক্ত জাতি হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই তথ্য যুগের শক্তিসমূহকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব সমাজ গড়তে হবে, আমাদের গোটা জাতির অসীম সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগাতে হবে এবং হ্যা, আমাদেরকে অধিকতর সম্পূর্ণ একটি ইউনিয়ন গড়তে হবে।

আমরা সর্বশেষ যখন সমবেত হয়েছিলাম, তখন এ ধরণের একটি ভবিষ্যতের দিকে আমাদের যাত্রা ছিল আজকের তুলনায় কিছুটা অনিশ্চিত। তখন আমরা এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমাদের জাতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে আমরা একটি সুস্পষ্ট পথ খুঁজে বের করব।

গত চার বছরে আমরা বিয়োগান্ত ঘটনায় অভিভূত হয়েছি, চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় উদ্দীপ্ত হয়েছি, সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েছি। আজ সারা বিশ্বে আমেরিকা একটি অপরিহার্য জাতি হিসেবে একক স্বত্ত্বার অধিকারী। আরও একবার আমাদের অর্থনীতি পৃথিবীতে সবচাইতে শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আরও একবার আমরা শক্তিশালী পরিবার, উদ্যমশীল সমাজ, উন্নততর শিক্ষার সুযোগ এবং অধিকতর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। যে সব সমস্যাগুলোকে অতীতে কঠিনতর বলে মনে হয়েছে, এখন সেগুলো আমাদের প্রচেষ্টার কাছে নতি স্বীকার করতে শুরু করেছে। আমাদের চলার পথ আজ আগের চাইতে নিরাপদ এবং আমাদের পরিবারগুলোর মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক এখন ভাতা নেবার পথ ছেড়ে কাজে যোগদান শ্রেয়তর বলে মেনে নিয়েছে। এবং আরও একবার আমরা সরকারের ভূমিকা নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক নিজেরাই সমাধান করতে পেরেছি। আজ আমরা ঘোষণা করতে পারি যে, সরকার কোন সমস্যাও নয়, আবার সরকার সমাধানও নয়। আমরা -- আমেরিকানরাই হচ্ছি সমাধান। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা পুরষেরা এটা ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং আমাদেরকে এমন একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র

www.pathagar.com

উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে রয়েছে, যা আমাদের সামনের সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্যে কার্যকর এবং যা প্রতিটি নতুন দিনে আমাদের সাধারণ স্বপ্নকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারেরও অবশ্যই পরিবর্তন ঘটতে হবে। একটি নতুন শতাব্দীর জন্যে আমাদের প্রয়োজন একটি নতুন সরকারের, যে সরকার হবে বিনীত এবং আমাদের সকলের সমস্যা নিজেই সমাধানের চেষ্টা করবেনা। তবে সেই সরকার হবে যথেষ্ট শক্তিশালী যাতে সে আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার আমাদেরকে দিতে সক্ষম হয়, এ সরকার হবে এমন একটি সরকার যেটা অবয়বের দিক দিয়ে হবে ক্ষুদ্রতর এবং যেটা নিজস্ব সম্পদের সাহায্যেই কাজ চালাতে সক্ষম এবং যে সরকার কম সম্পদ দিয়ে বেশী কাজ করতে পারবে। তবুও যখন সরকার বিশ্বে আমাদের মূল্যবোধ এবং আমাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে দাঁড়াবে এবং যখন সরকার আমেরিকান নাগরিকদেরকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হবে, তখন সরকারকে অবশ্যই বেশী কাজ করতে হবে, কম নয়। আমাদের নতুন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে সকল আমেরিকানকে উন্নততর জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে একটি সুযোগ প্রদান করা -- একটি সত্যিকার সুযোগ প্রদান করা, সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করা নয়।

আমার সহযোগী নাগরিকবৃন্দ, এর বাইরে আমাদের ভবিষ্যত আমাদের উপরই নির্ভর করছে। আমাদের স্বাধীনতা এবং আমাদের ঐক্য দায়িত্বশীল নাগরিকদের উপর নির্ভর করে। নতুন শতাব্দীর জন্যে আমাদের প্রয়োজন দায়িত্বশীলতার এক নয়া ধারণা। অনেক কাজ করার আছে যে সব কাজ সরকার একা করতে পারে না। এ সব কাজের মধ্যে আছে শিশুদের পড়তে শেখানো, সমাজ কল্যানের ভাতায় যারা জীবিকা নির্বাহ করছে, তাদেরকে সেই তালিকা থেকে বের করে নিয়ে এসে কাজ দেয়া, বন্ধ দরজা এবং জানালার বাইরে এসে আমাদের রাস্তাগুলোকে মাদক, অপরাধ এবং অপরাধীদলের কবল থেকে মুক্ত করা, এবং নিজেদের সময় থেকে খানিকটা সময় বের করে নিয়ে অন্যদের সেবা করা।

www.pathagar.com

আমাদের প্রত্যেককে আমাদের নিজেদের সাধ্যমত অবশ্যই ব্যক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সে দায়িত্ব শুধু মাত্র আমাদের এবং আমাদের পরিবারের জন্যেই নয়, আমাদের প্রতিবেশী এবং দেশের জন্যেও সেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে একটি নতুন শতাব্দীর জন্যে এক নতুন সমাজবোধের ধারণাকে আলিঙ্গন করা। আমাদেরকে অবশ্যিই এক ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা হিসেবে সাফল্য লাভ করতে হবে। তাহলেই আমরা একক ভাবে সফল হতে পারব।

আমাদের অতীতের চ্যালেঞ্জ আমাদের ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ হিসেবেও বিরাজ করছে। আমরা কি এক সাধারণ গন্তব্যসহ এক জাতি, এক জনগণ হব, নাকি হব না? আমরা কি সবাই ঐক্যবদ্ধ হব, নাকি পৃথক হব?

জাতিগত বিভক্তি হচ্ছে আমেরিকার এক চিরন্তন অভিশাপ। অভিবাসীদের প্রতিটি নতুন স্রোত পুরাতন কুসংস্কারকে নুতন লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। কুসংস্কার এবং বিদ্বেষ ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক বিশ্বাসের ছদ্মাবরণে লুকিয়ে থাকে এবং এগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। অতীতে এই সব শক্তি আমাদের জাতিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিল। এই সব শক্তি সন্ত্রাসের উগ্রতাকে উসকে দেয়। তারা এখনও আমাদেরকে পীড়িত করে। আর এই সব শক্তি বিশ্বব্যাপী বহু বিভক্ত জাতির মানুষের জীবনকে যন্ত্রনাক্লিষ্ট করছে।

এই সব বদ্ধমূল ধারণা, যারা ঘৃণা করে এবং যাদেরকে ঘৃণা করা হয় -- এই উভয় শ্রেণীর মানুষের জীবনকেই পঙ্গু করে রাখছে। আত্মার মাঝে লুকিয়ে থাকা অশুভ তাড়নাগুলোর কাছে আমরা আত্ম সমর্পন করতে পারিনা এবং আমরা কখনও তা করব না। আমরা এই সব অশুভ শক্তিকে জয় করব। আমরা সেগুলোকে এমন এক মানুষের উদার চেতনা দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করব যার মাধ্যমে আমরা একে অপরের সাথে সহজে বাস করতে পারব।

আমাদের জাতিগত, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বৈচিত্রের চমৎকার বুনট একবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হবে। যারা একত্রে বাস করতে

www.pathagar.com

পারবে, লেখাপড়া করতে পারবে, কাজ করতে পারবে এবং ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারবে তাদের জন্যে তখনি আসবে বড় পুরস্কার।

এই নয়া যুগ এগিয়ে আসার সাথে সাথে আমরা এর ব্যাপক রূপরেখা প্রত্যক্ষ করছি। দশ বছর পূর্বে ইন্টারনেট ছিল পদার্থবিদদের এক আধ্যাত্মিক জগত। আর আজ ইন্টারনেট হচ্ছে কোটি কোটি স্কুল ছাত্রের এক সাধারণ বিশ্বকোষ। বিজ্ঞানীরা এখন মানব জীবনের রহস্য উদঘাটন করছে। সবচেয়ে আতঙ্কময় রোগের উপশম এখন আমাদের হাতের নাগালে মনে হচ্ছে।

বিশ্ব আজ আর দুটো বৈরী শিবিরে বিভক্ত নয়। এর পরিবর্তে আমরা সেই সব জাতির সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছি, যারা এক সময় আমাদের শত্রু ছিল। বাণিজ্য এবং সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান যোগাযোগের কারণে আমরা সারা বিশ্বব্যাপী মানুষের ঐশ্বর্য এবং চেতনাকে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছি। সর্বকালের ইতিহাসে এই প্রথম এই গ্রহের অধিক সংখ্যক মানুষ গণতন্ত্রের আওতায় বাস করছে -- একনায়কতন্ত্রের অধীনে নয়।

আমার সহযোগী আমেরিকান নাগরিকবৃন্দ, আমরা যখন এই স্মরণীয় শতাব্দীর পেছনে তাকাই তখন আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি আমরা কি শুধু অনুসরণ করার চেয়ে বেশী কিছু আশা করতে পারিনা, যাতে করে আমরা আমেরিকাতে বিংশ শতাব্দীর কীর্তিগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে পারি এবং সেই ভয়ানক রক্তপাত এড়িয়ে যেতে পারি যেটা আমেরিকার ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে এখানে উপস্থিত প্রত্যেক আমেরিকান এবং আমেরিকার প্রত্যেক আমেরিকানকে অবশ্যই দৃঢ় ভাবে হাঁ সূচক উত্তর দিতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্বের মূল কথা। সরকার সম্পর্কে নতুন দর্শন, নতুন দায়িত্ব, সমাজ সম্পর্কে নতুন চেতনা নিয়ে আমরা আমেরিকার অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখব। নয়া দেশে আমরা যে অঙ্গীকারের অন্বেষন করছি, নয়া অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সেটা আমরা আবার প্রত্যক্ষ করব।

www.pathagar.com

এই নয়া দেশে শিক্ষা হবে প্রত্যেক নাগরিকের সবচেয়ে কাঙ্খিত অর্জন। বিশ্বের মধ্যে আমাদের বিদ্যালয়গুলোর থাকবে সবচেয়ে উঁচু মান যার মাধ্যমে প্রতিটি বালক বালিকার মধ্যে সম্ভাবনার দ্যুতি জ্বলজ্বল করবে। আর উচ্চ শিক্ষার দ্বার খোলা থাকবে সকলের জন্যে। তথ্য যুগের জ্ঞান এবং শক্তি শুধু মাত্র কয়েক জনের নাগালে থাকবেনা, বরং তা থাকবে প্রত্যেক শ্রেণী কক্ষ, প্রত্যেক পাঠাগার, প্রত্যেক শিশুর আয়ত্বে। পিতামাতা ও শিশুদের শুধু মাত্র যে কাজ করারই সময় থাকবে তা নয়, তাদের একই সাথে পড়ার এবং খেলার সময়ও থাকবে। আর তাদের রান্নাঘরের টেবিলে তারা যে পরিকল্পনা করেন, সেই পরিকল্পনা হবে একটি উন্নত গৃহের, একটি উন্নত কাজের এবং কলেজে যাবার নিশ্চিত সুযোগের।

আমাদের সড়কগুলো আবার আমাদের শিশুদের কলহাসিতে মুখরিত হবে, কারণ কেউ তাদেরকে আর গুলি করার চেষ্টা করবেনা অথবা তাদের কাছে কেউ আর মাদক বিক্রি করবেনা। যারা কাজ করতে পারে তাদের প্রত্যেকেই কাজ করবে। রোগ নিরাময়ের লক্ষ্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে সেগুলো শুধু তাদের কাছেই যাবেনা, যারা সেগুলোর ব্যয় বহন করতে পারে, বরং দীর্ঘ দিন যাবত বঞ্চিত শিশু এবং কঠোর পরিশ্রমী পরিবারগুলোও এগুলোর সুফল লাভ করবে।

আমরা শান্তি এবং স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করব এবং সন্ত্রাস ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখব। পরমানু, রাসায়নিক অথবা জীবানু অস্ত্রের ভয়ভীতি হতে মুক্ত থেকে আমাদের শিশুরা ঘুমুতে যাবে। বন্দর এবং বিমান বন্দর, কৃষি খামার এবং কলকারখানাগুলো বাণিজ্য, নবধারা এবং নতুন ধ্যানধারণার মাঝে সমৃদ্ধি লাভ করবে। আর বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ গণতান্ত্রিক বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদান করবে।

আমাদের নতুন অঙ্গীকারের দেশ হবে এমন একটি দেশ যে তার বাধ্যবাধকতাগুলো পুরণ করবে। এটা হবে এমন এক জাতি যে তার বাজেট সুসম করবে, তবে কখনই তার মূল্যবোধের ভারসাম্য হারাবেনা। এটা হবে এমন এক জাতি, যেখানে আমাদের পিতামহ ও মাতামহদের থাকবে নিরাপদ অবসরগ্রহণ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা, আর তাদের নাতিনাতনিরা জানবে যে, আমরা প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেছি এ জন্যে যাতে করে তাদের সময়ে ঐ সব কল্যাণমূলক পদক্ষেপ অব্যাহত থাকতে পারে।

আর নয়া অঙ্গীকারের এই দেশে আমরা আমাদের রাজনীতির এমন সংস্কার করব যেখানে সংকীর্ণ স্বার্থের চেয়ে জনগণের কণ্ঠস্বর সর্বদাই অনেক জোরে কথা বলবে। এর ফলে আমেরিকান জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং তাদের আস্থার প্রতিফলন ঘটবে।

দেশবাসী, আসুন আমরা সেই আমেরিকা গড়ে তুলি যে তার সকল নাগরিকের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে অপ্রতিহতভাবে অগ্রসরমান। যদি আমরা সমৃদ্ধি ও শক্তির কথা বিবেচনা করি, তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, এ দুটোর গুরুত্ব রয়েছে, এবং আমদেরকে তা অর্জন ও বজায় রাখতে হবে। কিন্তু, আমাদের কখনো ভুলে গেলে চলবেনা: যে বিরাট অগ্রগতি আমরা সাধন করেছি এবং যে বিরাট অগ্রগতি আমাদের সাধন করতে হবে, তা রয়েছে মানুষের মনের গহনে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, মানুষের প্রেরণা শক্তি ও ভব্যতার কাছে পৃথিবীর সব সম্পদ ও শত সহস্র সেনানীও হার মানতে বাধ্য।

আজ আমরা যার জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করছি, ৩৪ বছর আগে এই মলেরই অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে যে বাণী দিয়েছিলেন, তা জাতির বিবেককে নাড়া দিয়েছিলো। প্রাচীন কালের সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত পুরুষদের মতো তিনি আমাদের তার স্বপ্নের কথা শুনিয়েছিলেন যে, একদিন আমেরিকা উঠে দাঁড়াবে এবং তার সকল নাগরিককে আইনের চোখে এবং হৃদয়বৃত্তিক মাপকাঠিতে সমান মর্যাদা দেবে। মার্টিন লুথার কিং-এর স্বপ্ন হলো আমেরিকারই স্বপ্ন। তার অভিষ্ট হলো আমাদের অভিষ্ট: আমাদের সত্যিকারের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নিরন্তর প্রয়াস। আমাদের ইতিহাস নির্মিত হয়েছিল এমন স্বপ্নের ও শ্রমের ওপর ভিত্তি করেই। এবং আমাদের স্বপ্ন ও শ্রম দ্বারা আমরা একবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার প্রতিশ্রুতিকে পুনরুদ্ধার করবো।

www.pathagar.com

এই লক্ষ্যে আমি আমার সকল শক্তি এবং আমার দফতরের সকল ক্ষমতা নিয়োগ করার অঙ্গীকার করছি। আমি কংগ্রেসের সদস্যদের এই অঙ্গীকার পূরণের কাজে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আমেরিকান জনগণ একটি দলকে প্রেসিডেন্ট পদে এবং কংগ্রেসে আরেকটে দলকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করেছে। নিশ্চিতভাবেই তারা এটা করেনি তুচ্ছ বাদানুবাদের রাজনীতি ও চরম দলীয় দৃষ্টিভংগীকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য, কারণ এ ধরনের রাজনীতিকে তারা নিজেরাই নিন্দা করে। বরং তারা আমাদের মধ্যেকার মতানৈক্য নিরসন ও আমেরিকান মিশন নিয়ে অগ্রসর হবার আহ্বান জানাচ্ছে।

আমাদের কাছে আমেরিকার বিরাট কিছু দাবী ও প্রত্যাশা রয়েছে। ছোট কোন কিছু থেকে বড় কিছু হয়না। জীবন সায়াহ্নে কার্ডিনাল বার্নাডিন যে শ্বাশ্বত উপলব্ধি লাভ করেছিলেন, আসুন আমরা তা স্মরণ করি। তিনি বলেছিলেন: "কলহ ও বিভেদ নিয়ে মূল্যবান সময় অপচয় করা ভুল।"

দেশবাসী, আমাদের মূল্যবান সময় অপচয় করা উচিত নয়। কেননা আমরা সকলেই জীবনের একই যাত্রাপথে রয়েছি এবং আমাদের যাত্রাও এক সময় শেষ হবে। কিন্তু আমাদের আমেরিকার অভিযাত্রা অবশ্যই অব্যাহত থাকতে হবে।

দেশবাসী, আমাদেরকে শক্তিশালী হতে হবে। আমাদের সময়ের দাবী বিরাট এবং বিভিন্ন। আসুন আমরা সাহস, বিশ্বাস, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে এবং হৃষ্ট চিত্তে এই সময়টাকে মোকাবিলা করি। আসুন আমরা আজকের দিনের আশাকে আমাদের ইতিহাসের এক মহত্তম অধ্যায়ে পরিণত করি। আসুন আমরা এমন একটি সেতু রচনা করি, যে সেতু প্রতিটি আমেরিকানকে নতুন প্রতিশ্রুতির আশীষধন্য ভূমিতে নিয়ে যাবার মতো প্রশস্ত ও শক্তিশালী হবে।

যে প্রজন্মের মুখ আমরা এখনো দেখিনি, যাদের নাম আমরা হয়তো কখনো জানতো পারবো না, তারা যেনো বলতে পারে, আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে পৌঁছে দিয়েছি এক নতুন শতাব্দীতে, যেখানে আমেরিকান স্বপ্ন তাদের সন্তানদের জন্য জাগরূক

www.pathagar.com

থাকবে, যুক্তরাষ্ট্রকে আরো নিখুঁত করে তোলার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে এবং আমেরিকার স্বাধীনতার উজ্জ্বল শিখা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

আসুন এই উচ্চ অবস্থান ও এই শতাব্দীর চূড়ান্ত ক্ষণ থেকে আমরা এগিয়ে চলি। সৃষ্টিকর্তা যেনো ভালো কাজের জন্য আমাদের হাতকে শক্তিশালী করেন এবং আমাদের আমেরিকাকে সর্বদাই আশীর্বাদ করেন।

==========

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

এফ. ক্রিস্টোফার আরটারটন
জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব পলিটিকাল ম্যানেজমেন্টের ডীন।

হারবার্ট ই. আলেকজান্ডার
সিটিজেন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পরিচালক এবং সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

জন এফ. বিব্বি
মিলওয়াওকিতে অবস্থিত উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক। তিনি আমেরিকান রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতির রাজনৈতিক দল উপশাখার চেয়ারম্যান। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি এবং সরকার সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। ডঃ বিব্বি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের লেখক।

লেস্টার ডেভিড
লেস্টার ডেভিড তেরোটি গ্রন্থের রচয়িতা। আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় সাময়িকীগুলোতে তার ১২শ র বেশী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার, সাবেক ফার্স্ট লেডি প্যাট নিক্সন এবং পরলোকগত সিনেটর রবার্ট এফ. কেনেডির জীবনী।

আইরিন ডেভিড
আইরিন ডেভিড একজন প্রাক্তন সাংবাদিক। তিনি তার স্বামীর সাথে একত্রে সাময়িকীতে বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন এবং তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ডেভিড পিটস
স্টাফ রাইটার, ইউ এস আই এ

www.pathagar.com

স্টিফেন হেস

১৯৭২ সাল থেকে স্টিফেন হেস ওয়াশিংটনে ব্রুকিংস ইনস্টিটিউটে গভর্নমেন্টাল স্টাডিজ-এ সিনিয়র ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের বক্তৃতা রচয়িতা, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নগর বিষয়ক উপ-সহকারী এবং প্রেসিডেন্ট কার্টারের নির্বাহী দফতরের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যামপেইন, অরগানাইজিং দ্য প্রেসিডেন্সি, এবং প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রেসিডেন্সি সহ পনেরোটি গ্রন্থের রচয়িতা।

জিম মোরিল

রাজনৈতিক প্রতিবেদক, দ্য শার্লট অবজারভার

www.pathagar.com

ELECTING
THE
U.S. PRESIDENT

Robert Kerr, General Editor
F. Christopher Arterton
Herbert E. Alexander
John F. Bibby
Lester David & Irene David
David Pitts
Stephen Hess
Jim Morrill

U. S. Information Service
Dhaka

www.pathagar.com

U. S. Information Service, Dhaka
March, 1997
USIS Director : Donald M. Bishop
Translation and Editorial Team :
Syed Asaduzzaman
Abul Ahsan Ahmed Ali
Mahbubul Alam

Printed for USIS by : Hai n Hia Printers
1/A DIT Extention Road Dhaka-1000
Bangladesh
Tel: 413722 415294 9336088
Fax : 880-2-834929

Cover design by : Vadreshu Rita

www.pathagar.com

Throughout 1996 the United States Information Service translated articles explaining and discussing various aspects of the U. S. presidential election. We have organized them into this publication in order to facilitate the study of this unique process.

This collection begins with an overview of the constitutional provisions for the U. S. Electoral College. Strategies to win a majority of "electors" guide the development of a presidential campaign.

The next two chapters discuss public opinion polls and financing presidential campaigns. Often these two issues go hand in hand. The cost of a campaign is very high. Candidates who are doing well in the polls are able to maintain fund raising campaigns. Candidates who slip in the polls find the task of raising money increasingly difficult.

Chapters 4-6 discuss aspects of American political parties. Chapter 4 provides an overview. Chapter 5 explains party conventions. Chapter 6 reviews third parties. Together chapters 5 and 6 help explain why the two major parties dominate national politics.

In chapter 7 the influence of foreign policy in presidential campaigns is analyzed. Chapter 8 focusses on election integrity by describing the election day experience of a rural community in North Carolina.

Chapters 9 and 10 wrap up the 1996 election year cycle, which typically means reconciliation and looking forward. Chapter 9 contains the text of President Clinton's citation for Bob Dole, his former opponent, awarding him the Medal of Freedom, the highest honor for an American civilian. Chapter 10 contains President Clinton's inaugural address, traditionally an opportunity to bring the nation together.

www.pathagar.com

1996 was a remarkable year for democracy in both the United States and Bangladesh. We congratulate all Bangladeshis of all political parties for the courage shown in selecting participatory democracy as the political system to lead the economic and social development of the nation into the 21st century.

Robert Kerr
Deputy Director

www.pathagar.com

Table of Contents:

The U. S. Electoral College ---------- 2

The Use of Public Opinion Polls In Election Campaigns ---------- 6
--F. Christopher Arterton

Financing Presidential Election Campaigns ---------- 13
--Herbert E. Alexander

The United States Political Parties ---------- 23
--John F. Bibby

National Political Conventions: Choosing The Candidates ---------- 35
--Lester David and Irene David

Why Third Parties Score Limited Success In U. S. Elections ---------- 43
--David Pitts

The Foreign Policy Factor In Presidential Campaigns ---------- 49
--Stephen Hess

A. U. S. County Prepares For The Voters ---------- 55
--Jim Morrill

President Clinton Awards Bob Dole The
Presidential Medal of Freedom ---------- 61

Clinton: U. S. "On The Edge Of A Bright
New Prospect In Human Affairs": ---------- 62

The Authors ---------- 72

www.pathagar.com

www.pathagar.com